Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত

জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম

শাইখ মুহাম্মাদ আলী রাহিমাহুল্লাহ

সংকলন
যাইনব বিনতে মুহাম্মাদ আলী

bookfly

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ সালাতের প্রতি বেখেয়াল। হেলায় খেলায় সময়গুলো অতিবাহিত করি। কিন্তু সালাতের দিকে মনোযোগ দেই না। সালাত কি? কেন আদায় করতে হয়? কার জন্য আদায় করতে হয়? এগুলো আমরা সব জানি। কিন্তু জানার পরেও বাস্তব জীবনে আমল করিনা। আমল না করার অন্যতম একটি কারণ হলো, শয়তানের ধোকা আর গাফিলতি। শয়তানের ধোকায় পড়ে, নফসের প্রতারণায় আমরা সালাতের মত এমন একটি এবাদত পাওয়ার পরেও হেলায় খেলায় সময়গুলো পার করে দেই। মুয়াজ্জিন যখন মসজিদে সালাতের জন্য আহবান করে, আমরা সেই আহবানে সাড়া দেইনা। প্রকৃতপক্ষে এই আহ্বানটি মুয়াজ্জিনের নয় বরং আল্লাহ তাআলা সালাতের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দেইনা।

আমরা অনেকেই সালাত আদায় করি কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষের সালাত সঠিক হয় না। সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, তারতিল এগুলো ঠিক হয়না। আর বিশুদ্ধভাবে যাদের সালাত হবে না, তাদের সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য সালাত আদায় করা দরকার সহিহভাবে। সালাতের আরকান, আহকাম সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করলে সে সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। আবার এমন কিছু সালাত রয়েছে যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি খুব সহজেই অর্জন করা যায়। যেমন কোন বান্দা যদি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে কাঁদে আল্লাহ তাআলার বান্দার সমস্ত আশা গুলোকে পূরণ করে দেবে। এবং খুব সহজেই সেই বান্দা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাবে। এরকম করে আরো অনেক সালাত রয়েছে যেগুলোর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

" সালাত জান্নাতের একটুকরো মাধ্যম " বইটিতে সেইসব সালাতের কথা লেখা হয়েছে যেগুলো আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তা'আলার নৈকট্য অর্জন করা যাবে। কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স এ বইটি লেখা হয়েছে। বইটির ভিতর যেসব বিষয় হাইলাইট করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত।

আশাকরি বইটি আমল করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে একজন পাঠক সালাতের প্রতি যত্নবান হবে। ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

উৎসর্গ

—

সোআইব বিন সোহাইল

সা'দ বিন সোহাইল

তারা আমার ভালোবাসা

তাদের জন্য দোয়া

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূচীপত্র

১/ সম্পাদকীয়.....৯
২/ সংকলকের কথা.....১২
৩/ প্রারম্ভিকা.....১৫
৪/ একের ভিতর অনেক.....১৮
৫/ জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম.....২৩
৬/ যেভাবে সালাত ফরজ হলো.....৩১
৭/ সালাত সম্পর্কে রবের বাণী.....৩৫
৮/ রবের সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে.....৬০
৯/ নবীজির সালাত.....৬৩
১০/ যোহরের সুন্নত এর গুরুত্ব.....৬৭
১১/ আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তিদের উপর রহম করেন যারা.....৬৯
১২/ ফেরেশতারা দেখবেন আপনি সালাতরত.....৭১
১৩/ সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়.....৭৪
১৪/ জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়.....৭৬
১৫/ জুমার সালাতের গুরুত্ব.....৭৮
১৬/ ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত.....৮২
১৭/ কিভাবে রবের বিশেষ নৈকট্য লাভ করবেন?.....৮৯
১৮/ সালাফদের কিয়ামূল লাইল.....৯২
১৯/ পরিপূর্ণ এক হজ্জ ও ওমরার সওয়াব পেতে চান?.....৯৩
২০/ সূর্য ঢলে পড়ার পর রাসূল সা. যে সালাত আদায় করতেন.....৯৫
২১/ প্রাণপ্রিয় স্বামী যদি সালাত আদায় না করে.....৯৭
২২/ প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যদি সালাত আদায় না করে.....১০১
২৩/ দেহের ৩৬০টি জোড়ার সাদাকাহ যেভাবে আদায় করবেন.....১০৩
২৪/ যেভাবে আমরা শয়তানের গিটে আবদ্ধ হই.....১০৫
২৬/ সালাত সম্পর্কে যে চৌদ্দটা হাদিস না জানলে নয়.....১০৮
২৭/ লেখক পরিচিতি.....১১৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সম্পাদকীয়

ইমানেরর পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সালাত। কিন্তু আমরা অধিকাংশ মানুষ সালাতের প্রতি বেখেয়াল। হেলায় খেলায় সময়গুলো অতিবাহিত করি। কিন্তু সালাতের দিকে মনোযোগ দিই না। সালাত কি? কেন আদায় করতে হয়? কার জন্য আদায় করতে হয়? এগুলো আমরা সব জানি। কিন্তু জানার পরেও বাস্তব জীবনে আমল করি না। আমল না করার অন্যতম একটি কারণ হলো, শয়তানের ধোঁকা আর গাফিলতি। শয়তানের ধোঁকায় পড়ে, নফসের প্রতারণায় আমরা সালাতের মত এমন একটি ইবাদত পাওয়ার পরেও হেলায় খেলায় সময়গুলো পার করে দিই। মুয়াজ্জিন যখন মসজিদে সালাতের জন্য আহ্বান করে, আমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিই না। প্রকৃতপক্ষে এই আহ্বানটি মুয়াজ্জিনের নয় বরং আল্লাহ তায়ালা সালাতের জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু আমরা আল্লাহর ডাকে সাড়া দিই না।

মসজিদে সালাত হচ্ছে অথচ আমরা দুনিয়ায় খেল-তামাশায় মগ্ন। আমরা ভুলে গেছি প্রভুকে। ভুলে গেছি প্রভুর ইবাদতকে। অথচ আল্লাহ তায়ালা মানুষ এবং জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন কেবল তার এবাদত করার জন্য।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মসজিদে অনেক মুসল্লিদের সালাত রত অবস্থায় দেখা যায়। এদের অনেকেই লৌকিকতা বসত সালাত আদায় করে আবার অনেকেই আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সালাত আদায় করে। এই দুই শ্রেণির মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণির নামাজিরাই আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। যারা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তার সালাতের বিনিময় তাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। কারণ, সে মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করেছে। আর যারা আল্লাহকে পাওয়ার উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য জান্নাতুল ফেরদাউস প্রস্তুত করে রেখেছেন। এজন্য সালাত আদায় করতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য।

আমরা অনেকেই সালাত আদায় করি। কিন্তু আমাদের অধিকাংশ মানুষের সালাত সঠিক হয় না। সালাতের ফরজ, ওয়াজিব, তারতিল এগুলো ঠিক হয় না। আর বিশুদ্ধভাবে যাদের সালাত হবে না, তাদের সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। এজন্য সালাত আদায় করা দরকারসহিহভাবে। সালাতের আরকান, আহকাম সবগুলো সঠিকভাবে আদায় করলে সে সালাত আল্লাহর দরবারে কবুল হবে। আবার এমন কিছু সালাত রয়েছে যেগুলোর দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি খুবসহজেই অর্জন করা যায়। যেমন কোন বান্দা যদি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে তাহাজ্জুদের সালাতে দাঁড়িয়ে যায় এবং দুই হাত তুলে আল্লাহর কাছে কাঁদে আল্লাহ তাআলার বান্দার সমস্ত আশা গুলোকে পূরণ করে দেবে এবং খুবসহজেই সেই বান্দা আল্লাহর নিকট প্রিয় হয়ে যাবে। এরকম করে আরো অনেক সালাত রয়েছে যেগুলোর মর্যাদা আল্লাহর কাছে অনেক বেশি।

" সালাত জান্নাতের একটুকরো মাধ্যম " বইটিতে সেইসব সালাতের কথা লেখা হয়েছে যেগুলো আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহুওয়া তায়ালার নৈকট্য অর্জন করা যাবে। কোরআন এবং হাদিসের রেফারেন্স দিয়ে বইটি লেখা হয়েছে। বইটির ভিতর যেসব বিষয় হাইলাইট করা হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হলো ফরজ ইবাদতের পাশাপাশি নফল ইবাদতের গুরুত্ব ও ফজিলত।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আশা করি বইটি আমল করার উদ্দেশ্যে পাঠ করলে একজন পাঠক সালাতের প্রতি যত্নবান হবে। ফরজ সালাতের পাশাপাশি নফল সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে কবুল করুন। আমাদের খেদমতগুলোকে কবুল করুন। আমিন।

—মুহাম্মাদ তোফায়েল আহমেদ

সম্পাদক

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকলকের কথা

আমার বাবা একজন বইপ্রেমী মানুষ। বইপোকা গোষ্ঠীর ছোট্ট এক সদস্য। বাবা যখনই সময় পেতেন ডুবে যেতেন বইয়ের দুনিয়ায়। ব্যস্ত হয়ে পড়তেন জ্ঞান আহরণে। কোরআন, হাদিস, ইসলামি বিভিন্ন বইপত্র নিয়ে গবেষণা করা মূল উদ্দেশ্য। মা'কেও পাশে বসিয়ে রাখতেন। প্রতিটা হাদিস পড়ে পড়ে আম্মুকে ব্যাখ্যা করে শুনাতেন। মাঝে মাঝে কান্নায় ভেঙ্গে পড়তেন। এমনকি প্রতিটা দিন ফজরের সালাতের পর কিছু সংখ্যক মুসল্লি নিয়ে বসে পড়তেন এক আল্লাহর বাণী বয়ান দিতে।

পড়তে লিখতে খুব ভালোবাসতেন। যখনই কোন কোরআনের আয়াত বা হাদিস অথবা যে কোন কিছু ভালো লাগতো তিনি সেগুলো লিখে রাখতেন।

পাণ্ডুলিপি তৈরির জন্য এমন অসংখ্য খাতায় বাবা ইসলামের অনেক বিষয় নিয়ে লিখে রেখে চলে গেলেন মেঘের ওপারে। যেখান থেকে আর কখনো আসবেন না ফিরে। না ফেরার দেশে।

সময়টা ০৯ জুন ২০২০...! সেদিন রবের অশেষ মেহেরবানীতে বাবা করোনা মহামারীর প্রথম থাবাতেই তাঁর বিশেষ মেহমান হয়ে চলে গেলেন চিরস্থায়ী ঠিকানায়। বিষাদ ও মর্মযন্ত্রণার স্বাক্ষর করা একটি দিন। সেদিন চিৎকার করে কাঁদতে পারিনি। পারিনি বিলাপ করতে।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কারণ রবের অপ্রিয় হতে চাইনি। চাইনি আমার কারণে বাবার রুহে কষ্ট হোক। চাপা কান্না আর শত কষ্টের ভারে বাতাস সেদিন প্রচন্ড ভারী হয়ে এসেছিলো।

আলহামদুলিল্লাহ! একটি হাদিস মনে পড়তেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারি। অস্থির মনকে প্রশান্ত করতে পারি।

"জাবের ইবনে আতীক রাদিআল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত , রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন : তোমাদের কাছে শাহাদাত কী? তারা বলল : আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া। তিনি বললেন, আল্লাহর রাস্তায় মারা যাওয়া ছাড়াও সাত প্রকার শাহাদাত রয়েছে-

প্লেগ বা মহামারিতে মৃত ব্যক্তি শহিদ, পানিতে ডুবে মৃত ব্যক্তি শহিদ, ফুসফুসে রোগাক্রান্ত মৃত ব্যক্তি শহিদ, পেটের রোগে মৃত ব্যক্তি শহিদ, আগুনে পুড়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, ধ্বংস স্তুপের নিচে চাপা পড়ে মৃত ব্যক্তি শহিদ, আর যে নারী পেটে বাচ্চা নিয়ে মৃত্যু বরণ করে সেও শহিদ।
(আহমদ : ২৩৮০৪, আবু দাউদ : ৩১১১, নাসায়ী : ১৮৪৬)

বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন, অন্তত আমাদের চোখে পড়েনি তিনি কখনো ইসলাম পরিপন্থী কোন কাজ করেছেন। সারাজীবন সুন্নাহের পথে চলেছেন। আমাদেরও তেমন শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন।

বাবা চলে যাওয়ার পরে আম্মুরসহযোগিতায় আমি তাঁর বেশ কয়েকটা খাতা সংগ্রহ করেছি। তারপর পর্যায়ক্রমে সালাতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল গুলো সম্পাদনা করে একটা পাণ্ডুলিপির আকার দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বাবার নেক ও সুন্দর স্বপ্নগুলো পূরণ করা কন্যা হিসেবে এটাই তো আমার দায়িত্ব। আমার পবিত্র স্বপ্ন।

রাব্বি আল্লাহ বইটি সদকায়ে জারিয়াহ হিসেবে কবুল করুন। আমিন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বইটি নিখুঁত ও নির্ভুলভাবে পাঠকের হাতে তুলে দিতে চেষ্টার কোন কমতি ছিলো না। তা সত্ত্বেও মানুষের কাজ কখনো ত্রুটিমুক্ত হয় না। তাই পাঠক মহোদয় অনিচ্ছাকৃত ভুল - ত্রুটি ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। নজরে পড়া ত্রুটিগুলো জানিয়ে কৃতার্থ করবেন। রাব্বি আল্লাহ ভুলত্রুটিগুলো ক্ষমা করে দিবেন এ আশায় ইতি টানছি।

—যাইনাব বিনতে মুহাম্মাদ আলী

৭ নভেম্বর ২০২১

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রারম্ভিকা

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বান্দাদের উপরে সালাতকে ফরজ করেছেন। মানব সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল রবের ইবাদাত করা। রবের গোলামি করা।

কোরআনে আল্লাহ্ তায়ালা বলেছেন—

> "আমি জিন ও মানবজাতিকে শুধু আমার ইবাদত ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করিনি।"[1]

অর্থাৎ, ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। আর এ ইবাদাত মানে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'য়ালা ও তাঁর প্রিয় রাসুল ﷺ এর নির্দেশিত পথে চলা।

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত সকল ইবাদাতের মধ্যে সালাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। ইসলামে ইমানেরর পরই সালাত স্থান দখল করে আছে। সালাত মুমিনদের মিরাজ। সালাত এর উপরে অন্যান্য ইবাদত কবুল হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করে। সালাতকে ইবাদত কবুল হওয়ার মানদন্ড বলা যায়।

সালাতের নির্দেশ এসেছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা থেকে মিরাজের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মাধ্যমে। সালাত মুসলিম জীবনের

1-সুরা যারিয়াত, আয়াত-৫৬

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অপরিহার্য একটি বিষয়, যা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, বৈষয়িক, ইহলৌকিক, পারলৌকিক জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং স্বীয় সত্তা রাব্বুল আলামিনের সঙ্গে সম্পর্কের সেতুবন্ধন বিশেষ।

রাব্বুল আলামিন কোরআনের অসংখ্য আয়াতে সালাত কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন।

রাসুলুল্লাহ ﷺ অসংখ্যবার সালাতের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের কথা বর্ণনা করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে কুরত রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন, কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দার সালাতের হিসাব নেয়া হবে।

যদি সালাত ঠিক থাকে তবে অন্যান্য আমলও সঠিক বলে প্রমাণ হবে। আর যদি সালাতের হিসাবে গরমিল হয়, অন্যান্য আমলও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যাবে।2

হায়াতের প্রতিটি পর্যায়ে ও স্তরে সালাতের সঙ্গে সময় সম্পৃক্ত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন—

> নিঃসন্দেহে সালাত বিশ্বাসীদের ওপর সময়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আবশ্যকীয় করা হয়েছে।3

আল্লাহ তা'আলা বলেন—

> وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوْا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوْا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ-
>
> 'অথচ তাদেরকে এছাড়া কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি যে, তারা খালেছ অন্তরে একনিষ্ঠভাবে কেবল আল্লাহর ইবাদাত করবে এবং সালাত কায়েম করবে ও যাকাত আদায় করবে। আর এটাই হল সরল দ্বিন'।4

2-তিরমিজি-১/২৪৫
3-সুরা নিসা, আয়াত-১০৩
4-বাইয়েনাহ ৯৮/৫

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এ বইটিতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ও তাঁর প্রিয় হাবিব রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বাণীতে সালাতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল সংকলন করা হয়েছে। বইটি পাঠের পর পাঠক যাতে ধীরস্থির, পরিপূর্ণ ধ্যান, আন্তরিকতা ও রবকে ভালোবেসে জায়নামাজ সালাতে দাঁড়াতে পারে। সিজদায় উপনীত হতে পারে পবিত্র আমেজে, আবেগে, অনুভূতিতে। যেন চক্ষু মুদে জাগতিক জগতের চৌহদ্দি ভেদ করে আরশে সিজদাহকে পৌঁছাতে পারে। প্রতিটি সালাতকে আরো প্রাণবন্ত করতে পারে। সালাত যেন আমাদের জীবনকে এমনভাবে পূর্ণতা এনে দেয়, যাতে এক ওয়াক্তের সালাতবিহীন সময় জীবনে এমন শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা আমাদের জন্য চরম মানসিক শাস্তির কারণ হয়ে উঠবে। কারণ সালাত বান্দার গুনাহের খাতা ঝরাতে থাকে, সালাত পাপের পঙ্কিলতা থেকে জীবনকে শুদ্ধ করতে সাহায্য করে, সালাতের মাধ্যমে বান্দার অন্তর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার নুরে নুরান্বিত হয়ে ওঠে। সালাত বান্দাকে তার রবের ভালোবাসা অর্জন করতে সব থেকে বেশিসহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ইয়া রব! আপনি আমাদের জাগ্রত করুন উদাসীনতার নিদ্রা থেকে, তৌফিক দিন প্রস্থানের আগেই তাকওয়ায় সুসজ্জিত হতে। আমাদের সালাতগুলো জান্নাতে যাওয়ার উসিলা করে দিন। আর হে শ্রেষ্ঠ করুণাময়, আপনি আপনার দয়ায় আমাদের তাওবা কবুল করুন, আমাদের ক্ষমা করুন। আমাদের পিতামাতা ও সকল মুসলিমকে ক্ষমা করুন।

—শায়খ মুহাম্মাদ আলী (রাহিমাহুল্লাহ)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

একের ভিতর অনেক

সালাতের মর্যাদা ও গুরুত্ব অন্য যে কোন আমল থেকে অনেক বেশি। কেননা, সালাত এমন একটি ইবাদাত যেখানে (সালাতে) আমার রব কোরআনুল কারিমসহিহভাবে তিলাওয়াত করাকে ফরজ করে দিয়েছেন। এমন কি কোরআনের আয়াত তিলাওয়াত ছাড়া সালাত শুদ্ধ হয় না। এ ছাড়া সালাতের মধ্যে বিভিন্ন রকম দোয়া, তাসবিহ, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর প্রতি দরুদসহ রাব্বুল আলামিনের সানা- সিফাত (গুণাবলী) বর্ণনাও রয়েছে। এগুলো সব সালাতের অংশ, যার প্রত্যেকটিই স্বতন্ত্রভাবে এক একটি ইবাদাত।

আমাদের আপাতদৃষ্টিতে যদিও মনে হয় সালাত মাত্র কয়েক মিনিটের ইবাদাত, কিন্তু এ ইবাদাতের মধ্যে অসংখ্য ইবাদাত পালন করার মত সুযোগ করে দিয়েছেন আমার রব। এমন কি সালাতের মধ্যে সমস্ত ইবাদাতের সারমর্ম নিহিত রেখে সালাতকে একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাপনা বানিয়ে দিয়েছেন। তাই বলা যায়, সালাত মানে হলো " একের ভেতর অনেক। "অর্থাৎ, সালাত আদায় করলে বিভিন্ন ইবাদত হাসিল হয়। যেমন- সালাতের ভিতরে কেরাত পড়া ফরজ। আবার কোরআনের এক একটি হরফ পাঠ করলে দশটি নেকি পাওয়া যায়। রাসুল ﷺ বলেছেন-

'কোরআনে কারিম তিলাওয়াত সর্বোত্তম ইবাদত।" (বুখারি)। 'যে ব্যক্তি কোরআনের একটি হরফ পাঠ করবে, সে একটি নেকি প্রাপ্ত হবে, আর একটি নেকি দশটি নেকির সমতুল্য।' (মুসনাদে আহমাদ)।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত মুমনির জন্য অনেক বড় সম্পদ। ইবনে সিরিন রহমতুল্লাহ আলাইহি বলেন, যদি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ বনাম দুই রাকাত সালাত আদায় করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়, তবে আমি অবশ্যই দুই রাকাত সালাতকেই গ্রহণ করব। কারণ হল, জান্নাতে যাওয়ার সঙ্গে আমার নিজের খুশির প্রশ্ন জড়িত। পক্ষান্তরে সালাত আদায়ের মাধ্যমে আমার রবের সন্তুষ্টি নিহিত।

সালাত তো অনেকেই আদায় করে। তবে সালাতের মতো সালাত আদায় করে কজনে? মুমিনও সালাত আদায় করেন আবার মুনাফিকও সালাত আদায় করেন। তবে মুমনির সালাত ও মুনাফিকের সালাতের মধ্যে আসমান জমিনের চেয়েও বেশি ফারাক। সালাতের মূল্যায়ন একমাত্র সেই করতে পারে, যাকে আমার রব তার স্বাদ আস্বাদন করান। সালাতের স্বাদ আস্বাদন করা যায়, তাইতো রাসুলুল্লাহ ﷺ সালাতকে নিজের চোখের শীতলতা বলে অভিহিত করেছেন। সালাতের স্বাদ আস্বাদনের কারণেই প্রিয়নবি ﷺ রাত্রির অধিকাংশ সময়ে রাব্বে কারিমের দরবারে সালাত আদায়ের মাধ্যমেই কাটিয়ে দিতেন। সালাত এমন একটি ইবাদাত যার প্রতিটি অংশ হতে রাব্বে কারিমের বড়ত্ব ও মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। একজন মুমিন যখন আন্তরিকভাবে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তখন সালাত তার জন্য বেঁচে থাকার অবলম্বনে পরিণত হয়। সালাতের মধ্যে মু'মিন খুঁজে পায় দুনিয়ার সবচেয়ে বড় প্রশান্তি। রাব্বে কারিমের শিখানো সুরা ফাতিহার মাধ্যমে হৃদয় নিংড়ানো কথায় বান্দা যখন তার রবকে ডাকে, দুনিয়া ও পরকালের কল্যাণে সাহায্য চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তখন বান্দার প্রতিটি কথার উত্তর দিয়ে থাকেন।

অনেক ডাক্তাররা রোগীর প্রেসক্রিপশনে লিখে দেন, "নিয়মিত ব্যায়াম করবেন"। আপনি যদি রাব্বে কারিম ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর আদেশ মত, বিধান মত পাঁচ ওয়াক্ত সালাত খুশু-খুজুর সাথে আদায় করেন তাহলে সালাত- ই হবে আপনার ব্যায়াম। কারণ মানুষ যখন সালাতে নড়াচড়া করে তখন অঙ্গগুলো স্থানভেদে সংবর্ধিত, সংকুচিত হয়ে বিশেষ কাজ করে থাকে। এতে মানুষের দুর্বলতা- অলসতা অনায়াসে দূর হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত আদায়ের সময় যখন রুকু করা হয় এবং রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ায় তখন বান্দার কোমর ও হাঁটুর ভারসাম্য রক্ষা হয়। কোমর হাঁটু ও হাড়ের ব্যথা উপশম হয়। সিজদাহ যখন করা হয় তখন সালাত আদায়রত ব্যক্তির মস্তিস্কে দ্রুত রক্ত প্রবাহিত হয়। ফলে তার স্মৃতি শক্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। আবার সিজদাহ থেকে ওঠে যখন দুই সিজদার মাঝখানে বসে এতে তার পায়ের উরু এবং হাঁটু সংকোচন এবং প্রসরণ ঘটে। ফলে রক্ত চলাচল বৃদ্ধি পায়।

মুখ, নাক, কান, হাত, পা শরীরের যেসব অংশে রোগ জীবাণু সৃষ্টি হওয়ার হালকা পাতলা সম্ভাবনা থাকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য পাঁচবার অজু করার কারণে পাক - পবিত্র থাকার একটা দারুণ অভ্যাস গড়ে ওঠে। যা বান্দার সুস্থতা নিশ্চিত করে এবং দেহ ও মনকে প্রফুল্ল তরতাজা রাখতেসহায়তা করে। বারবার অজু করার কারণে চর্মরোগসহ অনেক রোগ থেকে মুক্ত থাকা যায়। বর্তমানে বৈশ্বিক মহামারি করোনা থেকে সতর্ক থাকার জন্য স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সময়ে সময়ে বারবার হাত-পা ধোয়ার কথা বলছেন। অথচ বারবার অজু করার মাধ্যমে অনায়াসে হ্যান্ড স্যানিটাইজ হয়ে যায় মুসলমানদের। আর এটাও প্রমাণিত যে, নিয়মিত সালাত আদায়কারী মানুষের চেহারার লাবণ্যতা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পায়। তাই বলা যায় সালাতে আদায়ের মধ্যে দ্বিন - দুনিয়ার বহু কল্যাণ নিহিত। সালাত হলো একের ভেতর অনেক।

আল্লাহর ইবাদাতের হক আদায় করা হতে হবে আমাদের সালাত আদায়ের উদ্দেশ্য। যাতে রাব্বুল আলামিনের নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় হয়। মাথা ঝুঁকানো, সিজদাবনত হওয়া, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার বড়ত্ব ঘোষণা করা, আত্মিক স্বাদ পাওয়া, নিজের ভুল - ভ্রান্তির ক্ষমা চেয়ে তাওবা করা। মোটকথা, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সাথে বান্দার সম্পর্ক গাঢ়, তাজা, পাকাপোক্ত ও নবায়ন করাই হলো সালাতের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জীবন চলার পথে কতকিছুই না ঘটে থাকে। অনেক সময় অনেক কথা, স্মৃতি, ঘটনা আমাদের স্মরন থাকে না। কিন্তু আমরা যখন সালাতে দন্ডায়মান হই তখন ইবলিশ শয়তান এমন অনেক কথাও স্মরণ করিয়ে দেয়, যা আদৌ আমরা স্মরণ করতে প্রস্তুত ছিলাম না।

আমরা সালাত আদায় করি ঠিকই কিন্তু শয়তান আমাদের দুর্বল মন নিয়ে ইচ্ছে মতো খেলতে থাকে। আমার দুর্বল মনটা যেন শয়তানের খেলনা। তাই দেখা যায়, রাব্বুল আলামিনের জন্য সালাতে দাঁড়ালেও সালাত আমার নিয়ন্ত্রণে থাকে না। বরং শয়তান বাহিনী আমার সালাতকে তার নিয়ন্ত্রনে দখল করে নেয়, তখন আমরা রুকু সিজদাহ ঠিকই করি কিন্তু তা এতই নিষ্প্রাণ ও গতানুগতিক হয় যে, ফেরেশতারা রাগান্বিত হয়ে সে সালাত আমার মুখের উপর ছুড়ে ফেলেন। কারণ খুশু-খুজু আর একাগ্রতাই সালাতকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করে তোলে। অন্যদিকে কেবল নিষ্প্রাণ ও অনুভূতিহীন ঠোঁট নড়াচড়া এবং বেখেয়ালিভাবে ওঠা-বসার কোনো গ্রহণ যোগ্যতা নেই আমার রবের কাছে।

মানুষ সালাতে দাঁড়ালে এমনটাই ঘটে থাকে। কত যে ওয়াসওয়াসা মনে আসা শুরু হয় তার কোন ইয়াত্তা নেই। বান্দা যখন মনযোগসহকারে সালাত আদায় করতে চায় তখনও শয়তান একের পর এক আগ্রাসী হামলা মনের উপর অব্যাহত রাখে। যারা ইবাদাতের স্বাদ নিয়ে সালাত আদায়ে রত থাকেন বা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন, তারা শয়তানের শত চক্রান্ত থেকে অনায়াসে রেহাই পেয়ে যান।

সূর্যোদয়ের পূর্বে সালাত নেই

আবু সা'ঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। যিনি রাসুল ﷺ -এর সাথে বারোটি যুদ্ধে শরীক ছিলেন, তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺ হতে চারটি কথা শুনেছি, যা আমার খুব ভালো লেগেছে। তিনি বলেছেন, স্বামী অথবা মাহরাম (যার সঙ্গে বিবাহ নিষিদ্ধ) পুরুষ ব্যতীত কোন নারী যেন দুই দিনের দূরত্বের সফর না করে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ঈদুল ফিতর ও কুরবানীর দিনে সওম নেই। ফজরের সালাতের পরে সূর্যোদয় এবং 'আসরের সালাতের পরে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোন সালাত নেই। মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার এই মসজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের উদ্দেশে কেউ যেন সফর না করে।[১]

উচ্চকণ্ঠে আজান

আবদুল্লাহ ইবনু ইউসুফ (রহঃ) ... আবদুল্লাহ ইবনু আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, যে আবু সায়ীদ খুদ্‌রী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বক্‌রী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালোবাস। তাই তুমি যখন বক্‌রী নিয়ে থাক, বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সালাত এর জন্য আজান দাও, তখন উচ্চকণ্ঠে আজান দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াজ্জিনের আওয়াজ শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবু সায়ীদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, একথা আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর কাছে শুনেছি।[২]

১.সহিহ বুখারি, হাদিস নং ১৯৯৫, আবু দাউদ, হাদিস নং ১২৭৬]

২.সহিহ বুখারি- ৫৮২]

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম

সালাত এমন একটি ইবাদাত যা সঠিকভাবে আদায় করলে আল্লাহ তা'য়ালা খুশি হন। আর তিনি খুশি হওয়া মানেই এক টুকরো জান্নাত লাভ করা সুনিশ্চিত। এজন্য সালাত ইসলামের পাঁচটি রোকনের প্রথমটির পরেই স্থান পেয়েছে। মুসলিম হিসেবে প্রথমত সাক্ষ্য দিতে হবে আল্লাহর কালিমাতে। এরপরেই যে ইবাদাতটি সঠিকভাবে আদায় করতে হবে সেটি হলো সালাত। সালাত আদায় করলে অসংখ্য বারাকাহ অর্জন হয় - যা গণনাকরা বা কোন সংখ্যা দিয়ে নির্ধারণ করা আমাদের সাধ্যতীত। সালাত সর্বোত্তম ইবাদাত।এজন্য সালাতকে জান্নাতের এক টুকরো মাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ..قَالَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوْءُ حَدِّثْنِيْ عَنْهُ قَالَ مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوْءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ إِلاَّ خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِىْ هُوَ لَهُ أَهْلٌ وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ إِلاَّ انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমর ইবনু আবাসা (রা) হতে বর্ণিত... আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ! অজু সম্পর্কে বলুন। তিনি বলেন, তোমাদের কেউ যখন পানি সংগ্রহ করে কুলি করে এবং নাকে পানি দেয় অতঃপর নাক ঝাড়া, নিশ্চয়ই তখন তার মুখমন্ডল, মুখের ভিতরের ও নাকের ভিতরের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন চেহারা ধৌত করে যেরূপ আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন, তখন তার মুখমন্ডলের পানির সাথে পাপগুলো দাড়ির কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর যখন সে দুই হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করে তখন তার দুই হাতের পাপসমূহ আঙ্গুলের ধার দিয়ে পানির সাথে ঝরে যায়

অতঃপর যখন সে মাথা মাসাহ করে তখন তার মাথার পাপসমূহ চুলের পাশ দিয়ে ঝরে পড়ে। অবশেষে যখন সে দুই পা ধৌত করে দুই গিরা পর্যন্ত তখন তার গুনাহসমূহ তার আঙ্গুলসমূহের কিনারা দিয়ে ঝরে পড়ে। অতঃপর সে যখন সালাতের জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করে এবং তাঁর মর্যাদা বর্ণনা করে তিনি যেমন মর্যাদার অধিকারী। সেই সাথে নিজের অন্তরকে আল্লাহর জন্য নিবিষ্ট করে, তখন সে তার পাপ হতে অনুরূপ মুক্ত হয়ে যায় যেন তার মা তাকে সেদিন জন্ম দিয়েছে।5

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ r كَانَ يَقُوْلُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলতেন, 'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা হতে পরবর্তী জুমা, এক রামাজান হতে পরবর্তী রামাদান এর মধ্যকার যাবতীয় পাপের কাফফারা স্বরূপ। যদি সে কাবিরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাকে'।6

5-সহিহ মুসলিম হা/১৯৬৭, ১/২৭৬, (ইফাবা হা/১৮০০), 'মুসাফিরের সালাত' অধ্যায়, 'আমর ইবনু আবাসার ইসলাম গ্রহণ' অনুচ্ছেদ-৫২; মিশকাত হা/১০৪২, পৃঃ ৯৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭৫, ৩/৩৮ পৃঃ।

6-সহিহ মুসলিম হা/৫৭৪, ১/১২২ পৃঃ, 'পবিত্রতা' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৫; মিশকাত হা/৫৬৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫১৮, ২/১৫৮ পৃঃ, 'সালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهْرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا هَلْ يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ؟ قَالُوا: لَا يَبْقَى مِنْ دَرَنِهِ شَيْءٌ. قَالَ: فَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُو اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ (সাহাবিগণের উদ্দেশ্যে) বললেন, আচ্ছা বলো তো, তোমাদের কারো বাড়ির দরজার কাছে যদি একটি নদী থাকে, যাতে সে নদীতে দিনে পাঁচবার গোসল করে তাহলে কি তার শরীরে কোন ময়লা থাকতে পারে? সাহাবিগণ উত্তরে বললেন, না, কোন ময়লা থাকবে না। তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, এ দৃষ্টান্ত হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের। এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়কারীর গুনাহসমূহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। [৩]

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خَمْسُ صَلَوَاتٍ افْتَرَضَهُنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ أَحْسَنَ وُضُوءَهُنَّ وَصَلَّاهُنَّ لوقتهن وَأتم ركوعهن خشوعهن كَانَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرَوَى مَالك وَالنَّسَائِيّ نَحوه

উবাদা ইবনে সামেত রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। যে ব্যক্তি সুন্দর রূপে অজু করে সময়মতো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করবে, সালাত পূর্ণ এবং তার রুকুগুলো পূর্ণ মাত্রায় আদায় করবে তার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার ওয়াদা রয়েছে। তিনি তাকে ক্ষমা করবেন। আর যে ব্যক্তি সালাত আদায় করে না তার জন্য আল্লাহর কোন অঙ্গীকার নেই। তিনি ইচ্ছা করলে তাকে ক্ষমা করতে ও পারেন, ইচ্ছে করলে তাকে আজাবও দিতে পারেন।7

عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ r الصَّلَاةُ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ صَلَاةً فَإِذَا صَلَّاهَا فِيْ فَلَاةٍ فَأَتَمَّ رُكُوْعَهَا وَسُجُوْدَهَا بَلَغَتْ خَمْسِيْنَ صَلَاةً.

7-সহিহ : আহমাদ ২২৭০৪, আবু দাউদ ৪২৫, মালিক ১৪, নাসায়ী ৪৬১, সহিহ আত তারগীব ৩৭০।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আবু সাঈদ খুদরী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, রাসুল ﷺ বলেছেন, জামাতের সাথে সালাত আদায় করা পঁচিশ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার ন্যায়। যখন উক্ত সালাত কোন নির্জন ভূখন্ডে আদায় করে অতঃপর রুকু ও সিজদা পূর্ণভাবে করে, তখন সেই সালাত পঞ্চাশ সালাতের সমপরিমাণ হয়।8

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ متفقٌ عَلَيْهِ

আবু মুসা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি দুই ঠান্ডা সালাত পড়ে, সে জান্নাত প্রবেশ করবে।"9

উপরিউক্ত দুই ঠান্ডার সালাত বলতে ফজর আর এশার সালাতকে বুঝানো হয়েছে। শীতকালে এই দুই ওয়াক্ত সালাতে মানুষ গাফলতি করে। ঘুমের মাঝে কাটিয়ে দেয়। শীতের কাপড় গায়ে দিয়ে ফজরের ওয়াক্তে ঘুম দিয়েই কাটিয়ে দেয়। অলসতার দরুন ঘুম থেকে জাগে না। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ফজর আর এশার সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, যারা এই দুই ওয়াক্ত সালাতের প্রতি যত্নবান হবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه

বুরায়দাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ আমাদের ও তাদের (মুনাফিকদের) মধ্যে যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা হলো সালাত। অতএব যে সালাত পরিত্যাগ করবে, সে (প্রকাশ্যে) কুফরি করলো (অর্থাৎ- কাফির হয়ে যাবে)।10

8-আবুদাউদ হা/৫৬০, ১/৮৩ পৃঃ, সনদসহিহ।

9-বুখারি ৫৭৪নং, মুসলিম ১৪৭০নং

10-সহিহ : তিরমিজি ২৬২১, নাসায়ী ৪৬৩, ইবনু মাজাহ্ ১০৭৯সহিহ আত তারগীব ৫৬৪, আহমাদ ২২৯৩৭।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এখানে সালাত পরিত্যাগকারীকে সরাসরি কাফের বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অথচ মানুষ দিনের পর দিন, ওয়াক্তের পর ওয়াক্ত সালাত ত্যাগ করে চলছে।

মসজিদে সালাত চলাকালীন অবস্থায় আপনি শত শত মানুষ রাস্তায় দেখবেন। এদের কেউ হয়তো আড্ডা দিচ্ছে, কেউ হয়তো তাদের জীবিকার সন্ধানে ব্যস্ত, কেউ ব্যস্ত কেনা-কাটায়! কোন একটা দাওয়াত বা অনুষ্ঠানের সময় খেয়াল করলেই করবেন কজনে ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় করে। গল্প করতে করতে হেলাফেলায় সালাতের মতো একটি ফরজ বিধান জীবন থেকে ছুটে যাচ্ছে, অথচ মানুষ বেখবর!

وَعَنْ عبد الله بن شَقِيق قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرَوْنَ شَيْئًا مِنَ الْأَعْمَالِ تَرْكه كفر غير الصَّلَاةِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ

আব্দুল্লাহ বিন শাক্বিক্ব (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবিগণ সালাত ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফরি বলে মনে করতেন না।11

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিতঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের গৃহসমূহকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।"12

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ রাসুল ﷺ বলেন, "তোমাদের দুনিয়ার মধ্যে আমার কাছে স্ত্রী ও খোশবুকে প্রিয় করা হয়েছে। আর সালাতকে করা হয়েছে আমার চক্ষুশীতলতা।" 13

11-সহিহ : তিরমিজি ২৬২২, সহিহ আত্ তারগীব ৫৬৫।
12-মুসলিম ১৮৬০, তিরমিজি ২৮৭৭নং
13-আহমাদ ১২২৯৩, নাসাঈ ৩৯৩৯, হাকেম ২৬৭৬, সহিহুল জামে' ৩১২৪নং

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّي وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا رَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ بِهَا آنِفًا فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ رَأَيْتُ بِضْعَةً وَثَلَاثِينَ مَلَكًا يَبْتَدِرُونَهَا أَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا أَوَّلَ

রিফাআহ বিন রাফে' যুরাক্বী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা রাসুল ﷺ এর পশ্চাতে সালাত পড়ছিলাম। যখন রুকু থেকে মাথা উঠালেন, তখন তিনি বললেন, "সামিআল্লা-হু লিমান হামিদাহ।" এই সময় তাঁর পশ্চাতে এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'রাব্বানা অলাকাল হামদু হামদান কাছিরান ত্বাইয়িবাম মুবারাকান ফীহ।' (অর্থাৎ, হে আমাদের পালনকর্তা! তোমারই জন্য যাবতীয় প্রশংসা, অজস্র, পবিত্র, বরকতপূর্ণ প্রশংসা।) সালাত শেষ করে (রাসুল ﷺ বললেন, "ঐ যিক্র কে বলল?" লোকটি বলল, 'আমি।' তিনি বললেন, "ঐ যিক্র প্রথমে কে লিখবে এই নিয়ে ত্রিশাধিক ফিরিস্তাকে আমি প্রতিযোগিতা করতে দেখলাম।"14

রাসুল ﷺ বলেন,

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع

'তোমাদের সন্তানদেরকে সালাতের আদেশ দাও যখন তাদের বয়স সাত বছর হবে। আর দশ বছর বয়স হলে সালাতের জন্য তাদেরকে প্রহার কর এবং তাদের পরস্পরের বিছানা আলাদা করে দাও।'15

শরিয়তের বিধান হলো, সাত বছর বয়সে সন্তানকে সালাতের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এবং দশ বছর বয়স হলে সালাতের জন্য কড়া শাসনের সাথে সাথে হালকা প্রহারও করা যাবে। যেন প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বেই সালাতের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায়।

14-মালেক ৪৯৩, বুখারি ৭৯৯নং, আবু দাউদ ৭৭০, নাসাঈ ১০৬২নং
15-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস : ৪৯৫

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের সন্তানরা রবের দেওয়া নেয়ামত। তারা আমাদের কলিজার টুকরো সন্তান। আমাদের ভালোবাসা। মা-বাবা হিসেবে আমরাই সন্তানের কাছে প্রথম উদাহরণ। আমাদের দেখেই তারা শিখবে। আমরা যদি সবসময় ইবাদত-বন্দেগীকে অগ্রাধিকার দিই এবং ওয়াক্ত মতো সালাত আদায় করি এবং সালাতের ব্যাপারে কোনো রকম অলসতা বা অবহেলা না করি তাহলেই আমাদের কলিজার টুকরো সন্তান সালাতের প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। ইনশাআল্লাহ। পরিবারের বড়রা যখন সালাত আদায় করে তখন ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চাগুলোও বড়দের সাথে সালাত পড়ে, তারাও রুকু করে, তারাও সেজদা দেয়। পিচ্চিগুলোর জায়নামাজ নিয়ে নিজেরাই অনেক সময় সালাত পড়া শুরু করে। এভাবেইতো বাচ্চারা ছোট্ট থেকেই সালাতের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে।

সন্তানকে নামাজি বানাতে হলে, মা - বাবা একটু মেহনত করতে হবে। সব সময় বেশি বেশি রবের কাছে সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে। সন্তানের জন্য মা - বাবার দোয়ার বিকল্প নেই। যেভাবে সলফে সালেহীন দোয়া করতেন, নবিরা যেভাবে দোয়া করতেন, ইব্রাহিম আলাইহিসসালাম তার সন্তানের জন্য যে দোয়াটি করেছেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

সে আমার প্রতিপালক! আমাকে সালাত আদায়কারী করুন এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমার প্রতিপালক! আমার প্রার্থনা কবুল করুন।

সন্তানের জন্য দোয়া করতে হবে, সন্তান যেন দ্বিনদার হয়, ইবাদাতের প্রতি উদাসীন না হয়, সমস্ত অকল্যাণ থেকে যেন সন্তান দূরে থাকে, শয়তানের প্ররোচনা, মানুষের কুদৃষ্টি ও সব ধরনের অনিষ্ট-মন্দ থেকে বেঁচে থাকার দোয়া করতে হবে।16

16-সুরা ইবরাহিম, আয়াত : ৪০

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমরা ফজরের সময় বা তার পরে সন্তানকে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলি স্কুলে যাওয়ার জন্য, পরীক্ষার সময় তো ফজরের আগেও জাগিয়ে তুলি। পড়াশোনার জন্য যদি সন্তানদের জাগাতে পারি তাহলে ফজরের সালাতের জন্য কেন নয়?

রব আমাদেরকেসহিহভাবে ওয়াক্ত মতে সালাত আদায় করার তৌফিক দান করুন, যাতে আমরা বরকতের ভান্ডার ও সালাত আদায়ের প্রতিদান হিসেবে চিরস্থায়ী সুখের স্থান জান্নাত লাভ করতে পারি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেভাবে সালাত ফরজ হলো

"حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ أَبُو ذَرٍّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وَإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ افْتَحْ. قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا جِبْرِيلُ. قَالَ هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ قَالَ نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ. فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ لِجِبْرِيلَ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا آدَمُ. وَهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، وَالأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ فَقَالَ لِخَازِنِهَا افْتَحْ. فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ فَفَتَحَ ". قَالَ أَنَسٌ فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاهِيمَ ـ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ـ وَلَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. قَالَ أَنَسٌ فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِإِدْرِيسَ قَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِدْرِيسُ. ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا مُوسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا عِيسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالاِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ مَنْ هَذَا قَالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ صلى الله عليه وسلم ". قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولاَنِ قَالَ النَّبِيُّ

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

صلى الله عليه وسلم " ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ ". قَالَ ابْنُ حَزْمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى فَقَالَ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ قُلْتُ فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً. قَالَ فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ. فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى قُلْتُ وَضَعَ شَطْرَهَا. فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ. فَقَالَ هِيَ خَمْسٌ وَهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ رَاجِعْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي. ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ"

আনাস ইব্নু মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেনঃ আমি মক্কায় থাকা অবস্থায় আমার গৃহের ছাদ উন্মুক্ত করা হলো। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) অবতীর্ণ হয়ে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করলেন। আর তা জমজমের পানি দ্বারা ধৌত করলেন। অতঃপর হিকমাত ও ইমানের ভর্তি একটি সোনার পাত্র নিয়ে আসলেন এবং তা আমার বুকের মধ্যে ঢেলে দিয়ে বন্ধ করে দিলেন। অতঃপর হাত ধরে আমাকে দুনিয়ার আকাশের দিকে নিয়ে চললেন। পরে যখন দুনিয়ার আকাশে আসলাম জিবরাইল (আঃ) আসমানের রক্ষককে বললেন, দরজা খোল।

আসমানের রক্ষক বললেন, কে আপনি? জিবরাইল (আঃ) বললেন, আমি জিবরাইল (আঃ)। (আকাশের রক্ষক) বললেন, আপনার সঙ্গে কেউ রয়েছেন কি? জিবরাইল বললেন, হ্যাঁ মুহাম্মাদ ﷺ রয়েছেন। অতঃপর রক্ষক বললেন, তাকে কি ডাকা হয়েছে? জিবরাইল বললেন: হ্যাঁ। অতঃপর যখন আমাদের জন্য দুনিয়ার আসমানকে খুলে দেয়া হল আর আমরা দুনিয়ার আসমানে প্রবেশ করলাম তখন দেখি সেখানে এমন এক ব্যক্তি উপবিষ্ট রয়েছেন যার ডান পাশে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি রয়েছে আর বাম পাশে রয়েছে অনেকগুলো মানুষের আকৃতি। যখন তিনি ডান দিকে তাকাচ্ছেন হেসে উঠছেন আর যখন বাম দিকে তাকাচ্ছেন কাঁদছেন। অতঃপর তিনি বললেন, স্বাগতম ও সৎ নবি ও সৎ সন্তান। আমি (রাসুলুল্লাহ ﷺ জিবরাইল (আঃ)-কে বললামঃ কে

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এই ব্যক্তি? তিনি জবাব দিলেনঃ ইনি হচ্ছেন আদম (আঃ)। আর তাঁর ডানে বামে রয়েছে তাঁর সন্তানদের রূহ। তার মধ্যে ডান দিকের লোকেরা জান্নাতি আর বাম দিকের লোকেরা জাহান্নামী।

ফলে তিনি যখন ডান দিকে তাকান তখন হাসেন আর যখন বাম দিকে তাকান তখন কাঁদেন। অতঃপর জিবরাইল (আঃ) আমাকে নিয়ে দ্বিতীয় আসমানে উঠলেন। অতঃপর তার রক্ষককে বললেন: দরজা খোল। তখন এর রক্ষক প্রথম রক্ষকের মতই প্রশ্ন করলেন। পরে দরজা খুলে দেয়া হল। আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু উল্লেখ করেন যে, তিনি (রাসুলুল্লাহ্ ﷺ) আসমানসমূহে আদম, ইদরিস, মুসা, 'ঈসা এবং ইবরাহিম আলাইহিমুস সালাম কে পান। কিন্তু আবু যর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাদের স্থানসমূহ নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। তবে এতটুকু উল্লেখ করেছেন যে, তিনি আদম (আঃ)-কে দুনিয়ার আকাশে এবং ইবরাহিম (আঃ)-কে ষষ্ঠ আসমানে পান।

আনাস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, জিবরাইল (আঃ) যখন রাসুল ﷺ কে নিয়ে ইদরিস (আঃ) নিকট দিয়ে অতিক্রম করেন তখন ইদরিস (আঃ) বলেন, মারহাবা ওহে সৎ ভাই ও পুণ্যবান নবি। আমি (রাসুলুল্লাহ্) বললামঃ ইনি কে? জিবরাইল বললেন: ইনি হচ্ছেন ইদরিস (আঃ)। অতঃপর আমি মুসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন: মারহাবা হে সৎ নবি ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললামঃ ইনি কে? জিবরাইল বললেন: ইনি মুসা (আঃ)।

অতঃপর আমি 'ঈসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন: মারহাবা হে সৎ নবি ও পুণ্যবান ভাই। আমি বললাম: ইনি কে? জিবরাইল বললেন: ইনি হচ্ছেন 'ঈসা (আঃ)। অতঃপর আমি ইবরাহিম (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করলে তিনি বলেন: মারহাবা হে পুণ্যবান নবি ও নেক সন্তান। আমি বললাম: ইনি কে? জিবরাইল (আঃ) বললেন: ইনি হচ্ছেন ইবরাহিম (আঃ)। ইব্নু শিহাব বলেন: ইব্নু হায্ম (রহঃ) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, ইব্নু 'আব্বাস ও আবু হাব্বা আল-আনসারী উভয়ে বলতেন: রাসুল ﷺ বলেছেন: অতঃপর আমাকে আরো উপরে উঠানো হল অতঃপর এমন এক সমতল স্থানে এসে আমি উপনীত হই যেখানে আমি লেখার শব্দ শুনতে পাই। ইব্নু হায্ম ও আনাস ইব্নু

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

মালিক (রাঃ) বলেন: রাসুলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেনঃ অতঃপর আল্লাহ আমার উম্মাতের উপর পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দেন।

অতঃপর তা নিয়ে আমি ফিরে আসি। অবশেষে যখন মুসা (আঃ)-এর নিকট দিয়ে অতিক্রম করি তখন তিনি বললেন: আল্লাহ তায়ালা আপনার উম্মাতের উপর কি ফরয করেছেন? আমি বললাম: পঞ্চাশ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করেছেন। তিনি বললেন: আপনি আপনার পালনকর্তার নিকট ফিরে যান, কেননা আপনার উম্মাত তা পালন করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। আল্লাহ তায়ালা কিছু অংশ কমিয়ে দিলেন। আমি মুসা (আঃ)-এর নিকট পুনরায় গেলাম আর বললামঃ কিছু অংশ কমিয়ে দিয়েছেন। তিনি বললেন: আপনি পুনরায় আপনার রবের নিকট ফিরে যান।

কারণ আপনার উম্মাত এটিও আদায় করতে পারবে না। আমি ফিরে গেলাম। তখন আরো কিছু অংশ কমিয়ে দেয়া হল। আবারো মুসা (আঃ)-এর নিকট গেলাম, এবারো তিনি বললেন: আপনি পুনরায় আপনার প্রতিপালকের নিকট যান। কারণ আপনার উম্মত এটিও আদায় করতে সক্ষম হবে না। তখন আমি পুনরায় গেলাম, তখন আল্লাহ বললেন: এই পাঁচই (নেকির দিক দিয়ে) পঞ্চাশ (বলে গণ্য হবে)। আমার কথার কোন রদবদল হয় না।

আমি পুনরায় মুসা (আঃ)-এর নিকট আসলে তিনি আমাকে আবারও বললেন: আপনার প্রতিপালকের নিকট পুনরায় যান। আমি বললাম: পুনরায় আমার প্রতিপালকের নিকট যেতে আমি লজ্জাবোধ করছি। অতঃপর জিবরাইল(আঃ) আমাকে সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। আর তখন তা বিভিন্ন রঙে আবৃত ছিল, যার তাৎপর্য আমি অবগত ছিলাম না। অতঃপর আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হলে আমি দেখতে পেলাম যে, তাতে রয়েছে মুক্তোমালা আর তার মাটি হচ্ছে কস্তুরী।17

17-১৬৩৬, ৩৩৪২; মুসলিম ১/৭৪, হাঃ ১৬৩, আহমাদ ২১১৯৩) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ৩৩৬, ইসলামি ফাউন্ডেশনঃ ৩৪২

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত সম্পর্কে রবের বাণী

সুরা বাকারাহ : ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

'আর সালাত কায়েম করো, যাকাত দাও এবং সালাতে অবনত হও তাদের সাথে যারা অবনত হয়।'

সুরা বাকারা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। অবশ্যই তা কঠিন। কিন্তু বিনয়ীদের পক্ষেই তা সম্ভব।'

সুরা বাকারা: ৪৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ

'যখন আমি বনী ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া কারও উপাসনা করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও দীন দরিদ্রদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে, মানুষদের সৎ কথা বলবে, সলাত প্রতিষ্ঠা করবে এবং যাকাত দিবে। তখন সামান্য কয়েকজন ছাড়া তোমরা মুখ ফিরিয়ে নিলে। তোমরাই অগ্রাহ্যকারী।'

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা বাকারাহ: ৮৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ

'তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্য পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে তা আল্লাহর কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর নিশ্চয় আল্লাহ তা প্রত্যক্ষ করেন।'

সুরা বাকারাহ :১১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

আর তোমরা সালাত কায়েম কর ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয় আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।

সুরা বাকারা : ১৫৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَ الصَّلٰوةِ ؕ اِنَّ اللهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.

হে মুমিনগণ, ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য চাও। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।

সুরা বাকারাহ: ১৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ভালো কাজ এটা নয় যে, তোমরা তোমাদের চেহারা পূর্ব ও পশ্চিম দিকে ফিরাবে; বরং ভালো কাজ হল যে ইমানে আনে আল্লাহ, শেষ দিবস, ফেরেশতাগণ, কিতাব ও নবিগণের প্রতি এবং যে সম্পদ প্রদান করে তার প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও নিকটাত্মীয়গণকে, এতিম, অসহায়, মুসাফির ও প্রার্থনাকারীকে এবং বন্দিমুক্তিতে এবং যে সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং যারা অঙ্গীকার করে তা পূর্ণ করে, যারা ধৈর্যধারণ করে কষ্ট ও দুর্দশায় ও যুদ্ধের সময়ে। তারাই সত্যবাদী এবং তারাই মুত্তাকী।

সুরা বাকারাহ : ২৩৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ

তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের হেফাজত কর এবং আল্লাহর জন্য দাঁড়াও বিনীত হয়ে।

সুরা বাকারাহ :২৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ.

'নিশ্চয় যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, সৎকাজ করেছে, সালাত প্রতিষ্ঠা করেছে এবং যাকাত দিয়েছে তাদের জন্য পুরস্কার তাদের প্রভুর কাছে।' (আয়াত নং-২৭৭)

সুরা আলে ইমরান : ৩৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَنَادَتْهُ الْمَلآئِكَةُ مْ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَـى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ.

'যখন তিনি কামরার ভেতরে সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তখন ফেরেশতারা তাঁকে ডেকে বললেন যে, আল্লাহ আপনাকে ইয়াহ্‌ইয়া সম্পর্কে সুসংবাদ দিচ্ছেন।'

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা নিসা: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا..

হে ইমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (সালাতের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও। কিন্তু মুসাফির অবস্থার কথা স্বতন্ত্র আর যদি তোমরা অসুস্থ হয়ে থাক কিংবা সফরে থাক অথবা তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যদি প্রস্রাব-পায়খানা থেকে এসে থাকে কিংবা নারী গমন করে থাকে, কিন্তু পরে যদি পানিপ্রাপ্তি সম্ভব না হয়, তবে পাক-পবিত্র মাটির দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-তাতে মুখমন্ডল ও হাতকে ঘষে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা ক্ষমাশীল।

সুরা নিসা: ৭৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا

তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক? অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের মধ্যে একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল, যেমন করে ভয় করা হয় আল্লাহকে। এমন কি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা, কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছুকাল অবকাশ দান করলে না। হে রাসুল তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরহেজগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের অধিকার একটি সুতা পরিমান ও খর্ব করা হবে না।

সুরা নিসা: ১০১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا.

যখন তোমরা কোন দেশ সফর কর, তখন সালাতে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্ত্যক্ত করবে। নিশ্চয় কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

সুরা নিসা: ১০২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ

'যখন আপনি সালাতে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাঁড়ায় আপনার সাথে...।

সুরা নিসা : ১০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۚ

'অতঃপর যখন তোমরা সালাত সম্পন্ন কর, তখন দাঁড়িয়ে, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ কর...।

সুরা নিসাঃ ১৪২

42ان الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا.

অবশ্যই মুনাফেকরা প্রতারণা করছে আল্লাহর সাথে, অথচ তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতারিত করে। বস্তুতঃ তারা যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন দাঁড়ায়, একান্ত শিথিলভাবে লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা নিসা: ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ۚ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ ۚ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا

কিন্তু যারা তাদের মধ্যে জ্ঞানপক্ক ও ইমানেদার, তারা তাও মান্য করে যা আপনার উপর অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আপনার পূর্বে। আর যারা সালাতে অনুবর্তিতা পালনকারী, যারা যাকাত দানকারী এবং যারা আল্লাহ ও কেয়ামতে আস্থাশীল। বস্তুতঃ এমন লোকদেরকে আমি দান করবো মহাপুণ্য।

সুরা মায়িদ্যাহ : ৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

হে মুমিনগণ, যখন তোমরা সালাতের জন্যে উঠ, তখন স্বীয় মুখমন্ডল ও হস্তসমূহ কনুই পর্যন্ত ধৌত কর এবং পদযুগল গিটসহ। যদি তোমরা অপবিত্র হও তবে সারা দেহ পবিত্র করে নাও এবং যদি তোমরা রুগ্ন হও, অথবা প্রবাসে থাক অথবা তোমাদের কেউ প্রশ্রাব-পায়খানা সেরে আসে অথবা তোমরা স্ত্রীদের সাথেসহবাস কর, অতঃপর পানি না পাও, তবে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও-অর্থাৎ, স্বীয় মুখ-মন্ডল ও হস্তদ্বয় মাটি দ্বারা মুছে ফেল। আল্লাহ তোমাদেরকে অসুবিধায় ফেলতে চান না; কিন্তু তোমাদেরকে পবিত্র রাখতে চান এবং তোমাদের প্রতি স্বীয় নেয়ামত পূর্ণ করতে চান-যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা মায়িদ্যাহ : ১২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

আল্লাহ বনী-ইসরাইলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা সালাত প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ, তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋণ দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দূর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যানসমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিয় সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।

সুরা মায়িদাহ- ৫৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ

তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ তাঁর রাসুল এবং মুমিনবৃন্দ-যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং বিনম্র।

সুরা মায়িদাহ - ৫৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ

আর যখন তোমরা সালাতের জন্যে আহ্বান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা মায়িদ্যাহ - ৯১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ

শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?

সুরা মায়িদ্যাহ - ১০৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ ۚ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۙ وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الْآثِمِينَ

হে, মুমিনগণ, তোমাদের মধ্যে যখন কারও মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন ওসিয়ত করার সময় তোমাদের মধ্য থেকে ধর্মপরায়ন দুজনকে সাক্ষী রেখো। তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যু উপস্থিত হলে তোমরা তোমাদের ছাড়াও দু'ব্যক্তিকে সাক্ষী রেখো। যদি তোমাদের সন্দেহ হয়, তবে উভয়কে সালাতের পর থাকতে বলবে। অতঃপর উভয়েই আল্লাহর নামে কসম খাবে যে, আমরা এ কসমের বিনিময়ে কোন উপকার গ্রহণ করতে চাই না, যদিও কোন আত্মীয়ও হয় এবং আল্লাহর সাক্ষ্য আমরা গোপন করব না। এমতাবস্থায় কঠোর গুনাহগার হব।

সুরা আন'আম: ৭২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ ۚ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এবং তা এই যে, সালাত কায়েম কর এবং তাঁকে ভয় কর। তাঁর সামনেই তোমরা একত্রিত হবে।

সুরা আন'আম : ৯২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَهَٰذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۚ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۖ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এ কোরআন এমন গ্রন্থ, যা আমি অবতীর্ণ করেছি; বরকতময়, পূর্ববর্তী গ্রন্থের সত্যতা প্রমাণকারী এবং যাতে আপনি মক্কাবাসী ও পাশ্ববর্তীদেরকে ভয় প্রদর্শন করেন। যারা পরকালে বিশ্বাস স্থাপন করে তারা এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তার স্বীয় সালাত সংরক্ষণ করে।

সুরা আন'আম : ১৬২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

আপনি বলুন: আমার সালাত, আমার কুরবানি এবং আমার জীবন ও মরন বিশ্ব-প্রতিপালক আল্লাহরই জন্যে।

সুরা আরাফ : ১৭০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ

আর যেসব লোক সুদৃঢ়ভাবে কিতাবকে আঁকড়ে থাকে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে নিশ্চয়ই আমি বিনষ্ট করব না সৎকর্মীদের সওয়াব।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা আন'ফাল : ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

সে সমস্ত লোক যারা সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে রুজি দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে।

সুরা আন'ফাল: ৩৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكَاء وَتَصْدِيَةً فَذُوقُواْ الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ

আর কা'বার নিকট তাদের সালাত বলতে শিস দেয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোন কিছুই ছিল না। অতএব, এবার নিজেদের কৃত কুফরির আজাবের স্বাদ গ্রহণ কর।

সুরা তাওবাঃ ০৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও, তাদের বন্দি কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওত পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরা তাওবাহ : ১১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

অবশ্য তারা যদি তওবা করে, সালাত কায়েম করে আর যাকাত আদায় করে, তবে তারা তোমাদের দ্বিনি ভাই। আর আমি বিধানসমূহে জ্ঞানী লোকদের জন্যে সর্বস্তরে বর্ণনা করে থাকি।

সুরা তাওবা : ১৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ۖ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

নিঃসন্দেহে তারাই আল্লাহর মসজিদ আবাদ করবে যারা ইমানে এনেছে আল্লাহর প্রতি ও শেষ দিনের প্রতি এবং কায়েম করেছে সালাত ও আদায় করে যাকাত; আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ভয় করে না। অতএব, আশা করা যায়, তারা হেদায়েত প্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

সুরা তাওবা : ৫৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ

তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি অবিশ্বাসী, তারা সালাতে আসে অলসতার সাথে ব্যয় করে সঙ্কুচিত মনে।

সুরা তাওবা : ৭১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর ইমানেদার পুরুষ ও ইমানেদার নারী একে অপরেরসহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তায়ালা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।

সুরা তাওবা : ৮৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَ لَا تُصَلِّ عَلٰٓى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّ لَا تَقُمْ عَلٰى قَبْرِهٖ ؕ اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ مَا تُوْا وَ هُمْ فٰسِقُوْنَ

আর তাদের মধ্যে যে মারা গিয়েছে, তার উপর তুমি জানাজা পড়বে না এবং তার কবরের উপর দাঁড়াবে না। নিশ্চয় তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অস্বীকার করেছে এবং তারা ফাঁসিকে অবস্থায় মারা গিয়েছে।

সুরা ইউনুস : ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

আর আমি নির্দেশ পাঠালাম মুসা এবং তার ভাইয়ের প্রতি যে, তোমরা তোমাদের জাতির জন্য মিসরের মাটিতে বাস স্থান নির্ধারণ কর। আর তোমাদের ঘরগুলো বানাবে কেবলামুখী করে এবং সালাত কায়েম কর আর যারা ইমানেদার তাদেরকে সুসংবাদ দান কর।

সুরা হুদ : ৮৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ ۖ إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তারা বলল-হে শোয়ায়েব (আঃ) আপনার সালাত কি আপনাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব উপাস্যদেরকে পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের উপাসনা করত? অথবা আমাদের ধন-সম্পদে ইচ্ছামত যা কিছু করে থাকি, তা ছেড়ে দেব? আপনি তো একজন খাস মহৎ ব্যক্তি ও সৎপথের পথিক।

সুরা হুদ :১১৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ ۚ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ۚ ذَٰلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ

আর দিনের দুই প্রান্তেই সালাত ঠিক রাখবে, এবং রাতের প্রান্তভাগে পূর্ণ কাজ অবশ্যই পাপ দূর করে দেয়, যারা স্মরণ রাখে তাদের জন্য এটি এক মহা স্মারক।

সুরা রাদ : ২২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ

এবং যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবর করে, সালাত প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্য ব্যয় করে এবং যারা মন্দের বিপরীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ।

সুরা ইব্রাহিম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমার বান্দাদেরকে বলে দিন যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা সালাত কায়েম রাখুক এবং আমার দেয়া রিজিক থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করুক ঐদিন আসার আগে, যেদিন কোন বেচা কেনা নেই এবং বন্ধুত্বও নেই।

সুরা ইব্রাহিম : ৩৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

হে আমাদের পালনকর্তা, আমি নিজের এক সন্তানকে তোমার পবিত্র গৃহের সন্নিকটে চাষাবাদহীন উপত্যকায় আবাদ করেছি; হে আমাদের পালনকর্তা, যাতে তারা সালাত কায়েম রাখে। অতঃপর আপনি কিছু লোকের অন্তরকে তাদের প্রতি আকৃষ্ট করুন এবং তাদেরকে ফলাদি দ্বারা রুজি দান করুন, সম্ভবতঃ তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে।

সুরা ইব্রাহিম : ৪০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي ۚ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ

হে আমার পালনকর্তা, আমাকে সালাত কায়েমকারী করুন এবং আমার সন্তানদের মধ্যে থেকেও। হে আমাদের পালনকর্তা, এবং কবুল করুন আমাদের দোয়া।

সুরা বনী ইসরাইল : ৭৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا.

সূর্য ঢলে পড়ার সময় থেকে রাত্রির অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করুন এবং ফজরের কোরআন পাঠও। নিশ্চয় ফজরের কোরআন পাঠ মুখোমুখি হয়।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা বনী ইসরাইল: ১১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَـنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً

বলুন: আল্লাহ বলে আহ্বান কর কিংবা রহমান বলে, যে নামেই আহ্বান কর না কেন, সব সুন্দর নাম তাঁরই। আপনি নিজের সালাত আদায় কালে স্বর উচ্চগ্রাসে নিয়ে গিয়ে পড়বেন না এবং নিঃশব্দেও পড়বেন না। এই দুইয়ের মধ্যমপন্থা অবলম্বন করুন।

সুরা মারইয়াম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَّ جَعَلَنِیۡ مُبٰرَکًا اَیۡنَ مَا کُنۡتُ ۪ وَ اَوۡصٰنِیۡ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ مَا دُمۡتُ حَیًّا ۳۱

‘আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন’।

সুরা মারইয়ামঃ ৫৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَ کَانَ یَاۡمُرُ اَہۡلَہٗ بِالصَّلٰوۃِ وَ الزَّکٰوۃِ ۪ وَ کَانَ عِنۡدَ رَبِّہٖ مَرۡضِیًّا

অর্থাৎ, আর সে তার পরিবার-পরিজনকে সালাত ও যাকাতের নির্দেশ দিত এবং সে ছিল তার রবের সন্তোষপ্রাপ্ত।

সুরা মারইয়াম: ৫৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِہِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوۃَ وَ اتَّبَعُوا الشَّہَوٰتِ فَسَوۡفَ یَلۡقَوۡنَ غَیًّا.

তাদের পরে আসল এমন এক অসৎ বংশধর যারা সালাত বিনষ্ট করল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করল। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা ত্বহা: ১৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

আমিই আল্লাহ আমি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। অতএব আমার ইবাদত কর এবং আমার স্মরণার্থে সালাত কায়েম কর।

সুরা ত্বহা : ১৩২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

আপনি আপনার পরিবারের লোকদেরকে সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর ওপর অবিচল থাকুন। আমি আপনার কাছে কোন রিজিক চাই না। আমি আপনাকে রিজিক দিই এবং আল্লাহ ভীরুতার পরিণাম শুভ।

সুরা আম্বিয়া : ৭৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ ۖ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

আমি তাঁদেরকে নেতা করলাম। তাঁরা আমার নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করতেন। আমি তাঁদের প্রতি ওহি নাজিল করলাম সৎকর্ম করার, সালাত কায়েম করার এবং যাকাত দান করার। তাঁরা আমার ইবাদতে মগ্ন ছিল।

সুরা হজ :৩৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ.

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যাদের অন্তর আল্লাহর নাম স্মরণ করা হলে ভীত হয় এবং যারা তাদের বিপদাপদে ধৈর্য্যধারণ করে এবং যারা সালাত কায়েম করে ও আমি যা দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।

সুরা হজ : ৪১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি-সামর্থ্য দান করলে তারা সালাত কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহর এখতিয়ারভূক্ত।

সুরা হজ : ৭৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ ۖ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ

তোমরা আল্লাহর জন্যে শ্রম স্বীকার কর যেভাবে শ্রম স্বীকার করা উচিত। তিনি তোমাদেরকে পছন্দ করেছেন এবং ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমরা তোমাদের পিতা ইবরাহিমের ধর্মে কায়েম থাক। তিনিই তোমাদের নাম মুসলমান রেখেছেন পূর্বেও এবং এই কোরআনেও, যাতে রাসুল তোমাদের জন্যে সাক্ষ্যদাতা এবং তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমন্ডলির জন্যে। সুতরাং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে শক্তভাবে ধারণ কর। তিনিই তোমাদের মালিক। অতএব তিনি কত উত্তম মালিক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী।

সুরা মুমিনূন : ০২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ

অর্থাৎ, যারা নিজেদের সালাতে বিনয়-নম্র;

সুরা মুমিনুন : ০৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ

এবং যারা তাদের সালাতসমূহের খবর রাখে।

সুরা নুর : ৩৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۙ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে।

সুরা নুর : ৫৬-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসুলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ প্রাপ্ত হও।

সুরা নুর : ৫৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۚ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۚ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَّكُمْ ۚ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ ۚ طَوَّافُونَ عَلَيْكُم بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.

হে মুমিনগণ! তোমাদের দাসদাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্ত

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে অনুমতি গ্রহণ করে, ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা বস্ত্র খুলে রাখ এবং এশার সালাতের পর। এই তিন সময় তোমাদের দেহ খোলার সময়। এ সময়ের পর তোমাদের ও তাদের জন্যে কোন দোষ নেই। তোমাদের একে অপরের কাছে তো যাতায়াত করতেই হয়, এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ বিবৃত করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।

সুরা নামল : ০৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

যারা সালাত কায়েম করে, যাকাত প্রদান করে এবং পরকালে নিশ্চিত বিশ্বাস করে।

সুরা আনকাবুত : ৪৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

আপনি আপনার প্রতি প্রত্যাদিষ্ট কিতাব পাঠ করুন এবং সালাত কায়েম করুন। নিশ্চয় সালাত অশ্লীল ও গর্হিত কার্য থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ। আল্লাহ জানেন তোমরা যা কর।

সুরা রুম : ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَ اتَّقُوهُ وَ أَقِيمُوا الصَّلٰوةَ وَ لَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।

সুরা লোকমান :০৪-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَ هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴿۴﴾

যারা সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়, আর তারাই আখিরাতে দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে।

সুরা লোকমান : ১৭-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَ اْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ اصْبِرْ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ ؕ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ

'হে আমার প্রিয় বৎস, সালাত কায়েম কর, সৎকাজের আদেশ দাও, অসৎকাজে নিষেধ কর এবং তোমার উপর যে বিপদ আসে তাতে ধৈর্য ধর। নিশ্চয় এগুলো অন্যতম দৃঢ় সংকল্পের কাজ'।

সুরা আহযাব : ৩৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۖ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে-মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। সালাত কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করবে। হে নবি পরিবারের সদস্যবর্গ। আল্লাহ কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পূত-পবিত্র রাখতে।

সুরা বায়্যিনাহ : ০৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وَ مَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَ يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ يُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَ ذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ

আর তাদেরকে কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ‘ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বিনকে একনিষ্ঠ করে, সালাত কায়েম করে এবং যাকাত দেয়; আর এটিই হল সঠিক দ্বিন।

সুরা ফাতির: ১৮-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۚ وَمَن تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۚ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ.

কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কেউ যদি তার গুরুতর ভার বহন করতে অন্যকে আহ্বান করে কেউ তা বহন করবে না-যদি সে নিকটবর্তী আত্মীয়ও হয়। আপনি কেবল তাদেরকে সতর্ক করেন, যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখেও ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেউ নিজের সংশোধন করে, সে সংশোধন করে, স্বীয় কল্যাণের জন্যেই আল্লাহর নিকটই সকলের প্রত্যাবর্তন।

সুরা ফাতির :২৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, সালাত কায়েম করে, এবং আমি যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তারা এমন ব্যবসা আশা কর, যাতে কখনও লোকসান হবে না।

সুরা মুজাদালাহ : ১৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ؕ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ ؕ وَ اللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ.

তোমরা কি ভয় পেয়ে গেলে যে, একান্ত পরামর্শের পূর্বে সদাকা পেশ করবে? হ্যাঁ, যখন তোমরা তা করতে পারলে না, আর আল্লাহও তোমাদের ক্ষমা করে দিলেন, তখন তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য কর। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।

সুরা জুমুআহ : ০৯-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

হে মুমিনগণ, যখন জুমু'আর দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।

সুরা জুমু'আহ :১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَ ابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٠﴾

অতঃপর যখন সালাত সমাপ্ত হবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় আর আল্লাহর অনুগ্রহ হতে অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর, যাতে তোমরা সফল হতে পার।

সুরা মা'আরিজ: ২২-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ

অর্থাৎ, সালাত আদায়কারীগণ ছাড়া।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা মা'আরিজ : ২৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

الذين هم على صلاتهم دائمون.

যারা তাদের সালাতের ক্ষেত্রে নিয়মিত।

সুরা মা'আরিজ : ৩৪-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ

অর্থাৎ, আর যারা নিজদের সালাতের হেফাজত করে।

সুরা মুজ্জাম্মিল: ২০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَ نِصْفَهٗ وَ ثُلُثَهٗ وَ طَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ؕ وَ اللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ ؕ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ؕ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِى الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَ اٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؗ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَ اٰتُوا الزَّكٰوةَ وَ اَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ؕ وَ مَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّ اَعْظَمَ اَجْرًا ؕ وَ اسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

নিশ্চয় তোমার রব জানেন যে, তুমি রাতের দুই তৃতীয়াংশের কিছু কম, অথবা অর্ধরাত অথবা রাতের এক তৃতীয়াংশ সালাতে দাঁড়িয়ে থাক এবং তোমার সাথে যারা আছে তাদের মধ্য থেকে একটি দলও। আর আল্লাহ রাত ও দিন নিরূপণ করেন। তিনি জানেন যে, তোমরা তা করতে সক্ষম হবে না। তাই তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করলেন। অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকুসহজ ততটুকু পড়। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ হয়ে পড়বে। আর কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে পৃথিবীতে ভ্রমণ করবে, আর কেউ কেউ আল্লাহর পথে লড়াই করবে। অতএব তোমরা কোরআন থেকে যতটুকুসহজ ততটুকু পড়। আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

সুরা মুদ্দাসসির: ৪৩-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ

অর্থাৎ, তারা বলবে, 'আমরা সালাত আদায়কারীদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না'।

সুরা ক্বিয়ামাহ: ৩১-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّىٰ

অর্থাৎ, সে বিশ্বাস করেনি এবং সালাত পড়েনি;

সুরা আলা:১৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى

অর্থাৎ, আর তার রবের নাম স্মরণ করবে, অতঃপর সালাত আদায় করবে।

সুরা আলাক: ১০-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ

অর্থাৎ, এক বান্দাকে যখন সে সালাত পড়ে?

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুরা মাউন: ৪-৫-এ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন—

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ. الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

অর্থাৎ, অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজির, যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর;

সুরা কাওসার : ০২-এ আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ

অর্থাৎ, অতএব তোমার রবের উদ্দেশ্যেই সালাত পড় এবং নহর কর।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রবের সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে

কনকনে ঠান্ডায় যখন অসংখ্য বনি আদম উষ্ণ চাদরে আবৃত হয়ে নাক ডেকে আরামে ঘুমাচ্ছে তখন আপনি একমাত্র রবের ভয়ে আরামের ঘুম হারাম করে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। সালাতের জন্য অজু করলেন কেঁপে কেঁপে। বারবার আপনার ইচ্ছে করছে এখনই কম্বল জড়িয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ি। কারণ, এসময় শয়তান মুমিনকে আরেকটু ঘুমাতে প্রলোভন দেখায়। শয়তান মানুষকে শীতে ফজরের সালাত থেকে দূরে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে থাকে। কনকনে শীত ও ঘন কুয়াশায় প্রচণ্ড ঠান্ডা উপক্ষো করে যথা সময়ে অজু করে সালাত আদায়ে শয়তান আপনাকে পরাজিত করতে পারলো না। প্রচন্ড শীতের সময়েও আপনার প্রতিটি দিন শুরু হয়েছে ফজরের সালাত আদায় করে। কিন্তু আপনিও তো পারতেন অন্যদের মতো আরামে ঘুমিয়ে থাকতে।

অনুষ্ঠান বেশ জমজমাট। সবাই যে যার মতো আনন্দ করছে। নিয়ম মতো মুয়াজ্জিন আল্লাহু আকবার! আল্লাহু আকবার! আজান দেওয়ার সাথে সাথে আপনি উঠে গেলেন জমানো আড্ডা থেকে তৈরি হয়ে গেলেন সালাতের জন্য। এর মধ্যে অনেকে বললো, সালাত তো পরেও আদায় করা যাবে, আমরা কী আর সবসময় এভাবে একসাথে হতে পারি নাকি। আজ না হয় জমানো সব গল্প করা হোক। কিন্তু আপনি তাদের কথা শুনলেন না। চলে গেলেন সালাতে। কিন্তু আপনি তো পারতেন অন্যদের মতো আড্ডায় মেতে থাকতে!

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সকলে কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত। একেক পর এক জিনিস পছন্দ করা বা ঘুরাঘুরি করা। ঘন্টার পর ঘন্টা কেনাকাটায় ব্যস্ত না থাকলে কী তাকে আর শপিং বলা চলে! শপিংমলগুলোতে খুব একটা আজানও শুনতে পাওয়া যায় না। আপনি তো কখনোই সালাত কাজা করেন না। তাই আজকেও কাজা করার প্রশ্নই আসে না। খবর নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য কেনাকাটা বন্ধ করে সময়মতো শপিংমলের সালাতের স্থানে গিয়ে সালাত আদায় করে নিলেন। অনেক শপিংমলে সালাতের জন্য আলাদা কক্ষ থাকে না (মহিলাদের জন্য)। কিন্তু আপনি হয়তো কোন দোকানদারকে বলে অনুমতি নিয়ে ঝটপট একটি ছোট্ট জায়গায় সালাত আদায় করে নিলেন। যেখানে নাকি সালাত আদায় করা প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। মনে রাখবেন যে ইবাদাতে কষ্ট যত বেশি, ত্যাগ যত বেশি, সে ইবাদাতে সওয়াবও তত বেশি। কিন্তু আপনি তো পারতেন অন্যদের মতো কেনাকাটা ও ঘুরাঘুরি করতে!

সামনে পরীক্ষা। পরীক্ষা মানেই খাওয়া - দাওয়া, বেড়ানো, ঘুম সব কিছু থেকে কিছুদিনের জন্য নিজেকে গুটিয়ে ফেলা। টেবিল আর বই- খাতা হলো কিছুদিনের নিত্যসঙ্গী। পরীক্ষার আগে পড়াশোনা যেন বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয় সেজন্য অসংখ্য স্টুডেন্ট সালাত আদায় করা থেকেও ছুটি নেয়। আর আপনি তো সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সাথে পরীক্ষার আগে তাহাজ্জুদ সালাতও আদায় করেন। রবের দরবারে বিনের সুরে গুনাহের কথা স্মরণ করে তাওবা করে ভালো রেজাল্টের জন্য তাঁর কাছেই চাইতে থাকেন। কারণ আপনি জানেন, রাত জেগে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা, মুমিনের সফলতার চাবিকাঠি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার একান্ত ও প্রিয় হওয়ার অন্যতম প্রধান মাধ্যম। কিন্তু আপনি তো পারতেন অন্যদের মতো পরীক্ষার আগে সালাত থেকে ছুটি নিতে।

সবাই পারলেও আপনি পারেন না এক ওয়াক্ত সালাত কাজা করতে বা এক ওয়াক্ত সময় সালাতবহীন কাটাতে। কারণ আপনার সালাত হচ্ছে আপনার ইখলাস, আপনার আত্মশুদ্ধি ও আপনার আত্মবিলোপের মহৎ গুণাবলির পরিপূর্ণ বিকাশ যা আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার সান্নিধ্যের স্বর্ণশিখরে। মূলত আড়ালে অদৃশ্য থেকে সালাতই নিয়ন্ত্রণ করতছে আপনাকে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেভাবে সালাত আদায় করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা সবচেয়ে খুশি ও সন্তুষ্ট হন সেভাবে আমাদেরকে সালাত আদায় করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

নবিজির সালাত

আয়িশাহ সিদ্দিকা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা কে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর রাতের নফল সালাত সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلاَ تَسَأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.

রাসুলুল্লাহ ﷺ রাতে প্রথমে (দুই রাকাত করে) চার রাকাত সালাত আদায় করতেন। এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথা তুমি জিজ্ঞেস করো না। এরপর আবার (দুই রাকাত করে) চার রাকাত পড়তেন। তুমি এগুলোর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতার কথাও জানতে চেয়ো না। এরপর তিন রাকাত (বিতির) পড়তেন।18

রাসুলুল্লাহ ﷺ যখন সালাতে দাঁড়াতেন, তখন (দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে) তাঁর পা ফুলে যেত। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তো আপনার আগের-পরের সবকিছু ক্ষমা করে দিয়েছেন! (এরপরও কেন আপনি এত কষ্ট করছেন?) রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন-

18-সহিহ বুখারি, হাদিস ১১৪৭

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا.

আমি কি তবে (আল্লাহ তাআলার) একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হব না!19

রাসুলুল্লাহ ﷺ একদিন রাতে নফল সালাতে দাঁড়ালেন। সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু তাঁর সঙ্গে সালাতে শরীক হলেন। নবিজি ﷺ সালাত এতটাই দীর্ঘ করছিলেন, যার সঙ্গে পেরে না উঠে ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু সালাত ছেড়ে দিতে চাইলেন। তার বক্তব্য এমন—

صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةً فَلَمْ يَزَلْ قَائِمًا حَتَّى هَمَمْتُ بِأَمْرِ سَوْءٍ.

আমি রাসুল ﷺ এর সঙ্গে এক রাতে সালাত পড়ছিলাম। তিনি এত দীর্ঘ সময় সালাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন, একপর্যায়ে আমি এক মন্দ চিন্তা করতে লাগলাম।

উপস্থিত ব্যক্তিরা জিজ্ঞেস করলেন : আপনি কী চিন্তা করেছিলেন? তিনি উত্তর দিলেন—

هَمَمْتُ أَنْ أَقْعُدَ وَأَذَرَ النَّبِيَّ صلىالله عليه وسلم.

আমি চাইছিলাম, আমি রাসুল ﷺ এর সঙ্গে এ সালাত ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ি!20

একবারের ঘটনা। রাতের বেলা সাহাবি হুযাইফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু নবিজি ﷺ এর সঙ্গে সালাত আদায় করছিলেন। হুযাইফা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু নিজে এ ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন-

নবিজি ﷺ সুরা বাকারা পড়তে শুরু করেছেন। আমি ভাবলাম, তিনি ১০০ আয়াত পড়ে রুকুতে যাবেন। ১০০ আয়াত শেষ করে তিনি আরও সামনে পড়তে লাগলেন।

19-সহিহ বুখারি, হাদিস ৪৮৩৬
20-সহিহ বুখারি, হাদিস ১১৩৫

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তখন ভাবলাম, তিনি হয়তো এক রাকাতেই সুরা বাকারা শেষ করবেন। সুরা বাকারা শেষ করার পর তিনি আরও পড়তে লাগলেন। এক সুরা। এরপর আরেক সুরা। তাঁর কোরআন তিলাওয়াত ছিল খুবই ধীরস্থির। তিলাওয়াতের মাঝে যখন তাসবিহ পাঠের কথা আসত, তিনি তাসবিহ পাঠ করতেন, যখন দোয়া করার কোনো বিষয় আসত, তিনি দোয়া করতেন, যখন কোনো কিছু থেকে আশ্রয় চাওয়ার প্রসঙ্গ আসত, তিনি তা থেকে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। এরপর সুরা বাকারা থেকে সুরা নিসা পর্যন্ত শেষ করার পর তিনি রুকুতে গেলেন। সেখানে রুকুর তাসবিহ পাঠ করলেন। তাঁর রুকুও ছিল তাঁর কিয়ামের প্রায় কাছাকাছি। এরপর দাঁড়ালেন। এবার দাঁড়ানো অবস্থায়ও রুকুর কাছাকাছি সময় কাটিয়ে দিলেন। এরপর সিজদায় গেলেন। সেখানে সিজদার তাসহ পাঠ করলেন। তাঁর সিজদাও ছিল দাঁড়িয়ে থাকার প্রায় কাছাকাছি সময় ধরে।21

আবদুল্লাহ ইবনে কাইস রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু কে আয়িশাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বললেন—

يَاعَبْدَ اللهِ لاَ تَدَعْ قِيَامَ اللَّيْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ يَدَعُهُ وَكَانَ إِذَا مَ رِضَ أَوْ كَسِلَ صَلَّى قَاعِدًا.

হে আবদুল্লাহ! কিয়ামুল লাইল কখনো ছেড়ো না! কেননা নবিজি ﷺ তা কখনো ছাড়েননি। কখনো অসুস্থতা বা দুর্বলতা বোধ করলে বসে আদায় করতেন।22

এমনই ছিল আমাদের নবিজির সালাত। নবিজি ﷺ রাতের প্রথম ভাগে ঘুমিয়ে যেতেন এবং অবশিষ্ট রাত ইবাদাতে অতিবাহিত করতেন। নবিজি ﷺ রাতের সালাতে এত দীর্ঘ সময় ধরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। আর আমরা কী করি। সারাদিন নিজেদের কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকি। খাই,

21-সহিহ মুসলিম, হাদিস ৭৭২
22-সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ১৩০৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পড়াশোনা করি, ঘুমাই এবং এগুলো তৃপ্তিসহকারেই করি। আর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত খুব কম সময় নিয়ে আদায় করি। হিশেব কষলে দেখা যাবে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেড় ঘন্টাও সালাতের জন্য ব্যায় করি না।

রব্ব আমাদের পরিপূর্ণ খুশু-খুযুর সাথে সালাত আদায় করার তাওফিক দিন।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জোহরের সুন্নাতের গুরুত্ব

জোহরের সালাতের পূর্বাপর সুন্নাত সম্পর্কে রাসুল ﷺ এর অনেকগুলো হাদিস শরীফ বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন হাদিসে এই চার রাকাত ও ফরজের পরের দুই রাকাত সুন্নতের ব্যাপারে বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলী রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত রাসুল ﷺ জোহরের আগে চার রাকাত সুন্নত ও জোহরের পর দুই রাকাত সুন্নাত পড়তেন।23

ফজর ও জোহর সালাতের পূর্ববর্তী সুন্নাত সালাত সম্পর্কে আয়িশাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ لاَ يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ تَابَعَهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَعَمْرٌو عَنْ شُعْبَةَ.

'রাসুল ﷺ কখনই জোহরের পূর্বের চার রাকাত সুন্নাত ও ফজরের পূর্বের দুই রাকাত সুন্নাত ছাড়তেন না।'24

23-তিরমিজি, হাদিস নং: ১/৫৫০
24-বুখারি, হাদিস : ১১৮২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহান্নামের অগ্নি নিজের ওপর হারাম করতে চান?

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় করবে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার ওপর হারাম করে দিবেন।25 সুবহান আল্লাহ।

অন্যত্রে আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বোন উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা (রাসুলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আমি স্বয়ং রাসুল ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের সালাতের পূর্বের এবং পরের সুন্নাত সালাতের পূর্ণ খেয়াল রাখবে (নিয়মিত আদায় করবে), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার থেকে জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।26

অথচ আমরা সালাত পড়ি ঠিকই কিন্তু ফরজ সালাতের পূর্বে ও পরের সুন্নাত সালাত আদায় করি না। আমরা মনে করি ফরজ সালাতই পড়তে হবে। বাকিগুলো না পড়লেও চলবে। আমাদের এই ধারণা একদম ভুল। ফরজ সালাতের যেমন মর্যাদা আছে ঠিক তেমন সুন্নাত আর নফল সালাতেরও গুরুত্ব অপরিসীম। যা আমাদের আমলের পাল্লাকে ভারী করতে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমিন

25-তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৩
26-তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৪

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আল্লাহ তায়া'লা সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করেন যারা...

আসরের সালাতের আগে চার রাকায়াত সুন্নাত রয়েছে। এটি গায়রে মুওয়াক্কাদা, তাই আদায় করা উত্তম। কেউ যদি এই সালাত আদায় করে তাহলে তাদের আমলের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। রাসুল ﷺ নিজেও এই সালাত আদায় করেছেন। আলী ইবনে আবু তালিব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي قَبْلَ العَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيمِ عَلَى المَلاَئِكَةِ المُقَرَّبِينَ، وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ المُسْلِمِينَ وَالمُؤْمِنِينَ

রাসুল ﷺ আসরের ফরজ সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নাত সালাত পড়তেন।27

উমার ফারুক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

27-তিরমিজি, হাদিস : ৪২৯; সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস : ১১৬১

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'আল্লাহ সেই ব্যক্তিদের ওপর রহম করেন, যারা আসরের সালাতের আগে চার রাকাত সুন্নত আদায় করে।'28

এজন্য আমাদের উচিত আসরের পূর্বে চার রাকাত সুন্নাত পড়া। আর যত বেশি ইবাদাত করা হবে বান্দাদের জন্য ততই ফায়দা হাসিল হবে।

28-আবু দাউদ, হাদিস : ১২৭১; তিরমিজি, হাদিস : ৪৩০

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফেরেশতারা দেখবেন আপনি সালাতরত

আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল ﷺ বলেছেন—

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَتَعَاقَبُونَ فِيكُمْ مَلَائِكَةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُونَ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ.

ফেরেশতারা পালাবদল করে তোমাদের মাঝে এসে থাকেন। এক দল দিনে, এক দল রাতে। আসর ও ফজরের সালাতে উভয় দল একত্র হয়। অতঃপর তোমাদের রাত যাপনকারী দলটি উঠে যায়। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তাদের জিজ্ঞাসা করেন, আমার বান্দাদের কোন অবস্থায় রেখে এলে? অবশ্য তিনি নিজেই এই বিষয়ে সবচেয়ে বেশি জানেন। উত্তরে তারা বলে- আমরা আপনার বান্দাদের সালাতে রেখে এসেছি। আর আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখনও তারা সালাত আদায়রত অবস্থায় ছিল।29

29-বুখারি, হাদিস : ৫৫৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেভাবে আপনার পরিবার-পরিজন, ধন-সম্পদ ও আমল ধ্বংস হয়ে যাবে :

আবদুল্লাহ ইবনে উমর রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেছেন—

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ كَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ".

যদি কোনো ব্যক্তির আসরের সালাত ছুটে যায়, তা হলে যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ সবকিছুই ধ্বংস হয়ে গেল।30

আবু মালিহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ قَالَ كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي غَزْوَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ فَقَالَ بَكِّرُوا بِصَلاَةِ الْعَصْرِ فَإِنَّ النَّبِيَّ قَالَ مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ.

এক যুদ্ধে আমরা বুরাইদাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর সঙ্গে ছিলাম। দিনটি ছিল মেঘলা। তাই বুরাইদাহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, শিগগির আসরের সালাত আদায় করে নাও। কারণ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ব্যক্তি আসরের সালাত ছেড়ে দেয় তার আমল বিনষ্ট হয়ে যায়।31

শুধু তাই নয় বরং আল্লাহ তায়া'লা আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। কেনো আল্লাহ তায়া'লা আসরের সালাতের প্রতি গুরুত্বারোপ করলেন?? এর কারণ হলো, সালাতুল উসতা তথা আসরের সালাতের সময় মানুষের শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে। অনেকেই বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকে। যার ফলে গাফিলতিতে আসরের সালাত কাজা অথবা আদায় করে না।

30-বুখারি, হাদিস : ৫৫২
31-বুখারি, হাদিস : ৫৫৩

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

এজন্য এই সালাতকে গুরুত্বের সাথে পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়া'লা। আমাদের প্রত্যেকের উচিত সমস্ত ব্যস্ততা আর ক্লান্তকে অপেক্ষা করে আসরের সালাত আদায় করা। তাহলে এর জন্য আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দিবেন। ইনশা আল্লাহ।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়

রাসুল ﷺ বলেছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَإِذَا أَدْرَكَ سَجْدَةً مِنْ صَلاَةِ الصُّبْحِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ.

তোমাদের কেউ যদি সূর্যাস্তের আগে আসরের সালাতে এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়। আর যদি সূর্যোদয়ের আগে ফজরের সালাতের এক সিজদা পায়, তাহলে সে যেন সালাত পূর্ণ করে নেয়।32

সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি অর্জন করতে চান?

উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন—

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ نِصْفِ لَيْلَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ فِي جَمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَامِ لَيْلَةٍ "

32-বুখারি, হাদিস : ৫৫৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম করল। আর যে ফজরের সালাত জামাতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত সালাত আদায় করল।" তিরমিযির বর্ণনায় উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাতের জামাতে হাজির হবে, তার জন্য অর্ধ-রাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকি হবে। আর যে ইশাসহ ফজরের সালাত জামাতে পড়বে, তার জন্য সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি হবে।"33

এই একটি আমল করার জন্য আল্লাহ তায়ালা বান্দাদের জাহান্নাম থেকে মুক্ত করার ওয়াদা করেছেন।

33-মুসলিম ৬৫৬, তিরমিযি ২২১, আবু দাউদ ৫৫৫, আহমদ ৪১০, ৪৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৭

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়

উমার ইবনে খাত্তাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু রাসুল ﷺ হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মসজিদে জামায়াতে চল্লিশ দিন এশার সালাত এভাবে আদায় করে, প্রথম রাকাত তার ছুটে যায় না, তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তি নির্ধারিত করবেন।34

আল্লাহ তায়া'লা আমাদের জন্য জান্নাতকে এতটাইসহজ করেছেন যে, প্রতিনিয় নেক আমল করলেই জান্নাতের ব্যবস্থা করেছেন। অথচ আমরা নেক আমল থেকে শূন্য। আমরা আমল না করেই জান্নাতের স্বপ্ন দেখি। যা আমাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে না। আমাদের প্রত্যেকের উচিত নেক আমলেরসহিত আল্লাহর ইবাদাত করা।

যে সালাতগুলো আপনার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে :

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগে পরে প্রায় বারো রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা সালাত রয়েছে। আমার রব এগুলোর জন্য আলাদা ফাজায়েল ও গুরুত্ব রেখেছেন।

34-ইবনে মাজাহ - ৫৮

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতোই। ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নতে মুয়াক্কাদার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে, আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে কখনও মাফ পেয়েও যেতে পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে।

ফরজ সালাতের আগে পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ হাদিসে এ সালাতগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে।

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত।'35

35-তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

জুমার সালাতের গুরুত্ব

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কুরআনুল কারিমে বলেন–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿٩﴾

হে মুমিনগণ, যখন জুমা'র দিনে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের দিকে ধাবিত হও। আর বেচা-কেনা বর্জন কর। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম, যদি তোমরা জানতে।'36

রাসুল ﷺ বলেছেন , 'শুক্রবার দিন মসজিদের প্রতিটি দরজায় ফেরেশতারা অবস্থান করে এবং (জুমার সালাতের) আগমনকারীদের নাম ক্রমানুসারে লিপিবদ্ধ করতে থাকে। অতঃপর ইমাম যখন (মিম্বরে) বসেন, তারা লেখাগুলো গুটিয়ে নেয় এবং জিকির (খুতবা) শোনার জন্য চলে আসে। মসজিদে যে আগে আসে, তার উদাহরণ সে ব্যাক্তির মত যে একটি উট কোরবানি করেছে। তার পরবর্তী জনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি গাভী কোরবানি করেছে।

তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ভেড়া কোরবানি করেছে এবং তার পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি মুরগি দান করেছে। পরবর্তীজনের দৃষ্টান্ত তার মত যে একটি ডিম দান করেছে। '37

36-সুরা জুমুআ, আয়াত :০৯

37-মুসলিম, হাদিস নং: ২০২১

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَا " .

' যে ব্যাক্তি ভালভাবে পবিত্র হল অতঃপর মসজিদে এলো, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনতে চুপচাপ বসে রইল, তার জন্য দুই জুমার মধ্যবর্তী এ সাত দিনের সাথে আরও তিনদিন যোগ করে মোট দশ দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে খুতবার সময় যে ব্যক্তি পাথর, নুড়িকণা বা অন্য কিছু নাড়াচাড়া করল সে যেন অনর্থক কাজ করল।'38

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَحْضُرُ الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا) " .

জুমার সালাতে তিন ধরনের লোক হাজির হয়।(ক) এক ধরনের লোক আছে যারা মসজিদে প্রবেশের পর তামাশা করে, তারা বিনিময়ে তামাশা ছাড়া কিছুই পাবে না। (খ) দ্বিতীয় আরেক ধরনের লোক আছে যারা জুমা'য় হাজির হয় সেখানে দোয়া মুনাজাত করে, ফলে আল্লাহ যাকে চান তাকে কিছু দেন আর যাকে ইচ্ছা দেন না। (গ) তৃতীয় প্রকার লোক হল যারা জুমা'য় হাজির হয়, চুপচাপ থাকে, মনোযোগ দিয়ে খুতবা শোনে, কারও ঘাড় ডিঙ্গিয়ে সামনে আগায় না, কাউকে কষ্ট দেয় না, তার দুই জুমা'র মধ্যবর্তী ৭ দিনসহ আরও তিনদিন যোগ করে মোট দশ দিনের গুনাহ খাতা আল্লাহ তায়ালা মাফ করে দেন।'39

38-মুসলিমঃ ৮৫৭
39-আবু দাউদঃ ১১১৩)।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুল ﷺ বলেন, 'জুমার দিনে যে ব্যক্তি গোসল করে জুমার সালাতের জন্য যায় এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সালাত আদায় করে, এরপর ইমাম খুতবা শেষ করা পর্যন্ত নীরব থাকে। এরপর ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করে। তবে তার এ জুমা থেকে পরবর্তী জুমা পর্যন্ত এবং অতিরিক্ত আরও তিন দিনের গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়।'40

রাসুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি জুমার দিনে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করাল, তারপর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুতবা শুনল, প্রত্যেক কদমের বিনিময়ে সে এক বছরের সাওম ও সালাতের সওয়াব পাবে।' তিরমিজি, হাদিস নং : ৪৯৮

জুমু'আর সালাত পরিত্যাগ করলে...!

ইবনে মাসউদ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু কর্তৃক বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "আমি ইচ্ছা করেছি যে, এক ব্যক্তিকে লোকেদের ইমামতি করতে আদেশ করে ঐ শ্রেণির লোকেদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিই, যারা জুমাতে অনুপস্থিত থাকে।"41

রাসুল ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি অবহেলা করে তিন জুমা পরিত্যাগ করে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা তার হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।'42

চার প্রকার মানুষ ছাড়া সকল মুসলমানের ওপর জুমা'র সালাত অপরিহার্য

عَنْ حَفْصَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ»

রাসুল ﷺ এরসহধর্মিনী হাফসা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত

40-মুসলিম, হাদিস নং : ২০২৪
41-মুসলিম ৬৫২নং, হাকেম
42-তিরমিজি হাদিস নং : ৫০২

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে, রাসুল ﷺ বলেছেন, জুমা'র জন্য মধ্যাহ্নের পর যাত্রা করা প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর ওয়াজিব।

তারেক ইবনে শিহাব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ক্রীতদাস, মহিলা, নাবালক বাচ্চা ও অসুস্থ ব্যক্তি—এই চার প্রকার মানুষ ছাড়া সকল মুসলমানের ওপর জুমার সালাত জামায়াতে আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য (ফরজ)।43

43-আবু দাউদ : ১০৬৭, মুসতাদরেকে হাকেম : ১০৬২, আস-সুনানুল কাবীর : ৫৫৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত

ফরজ সালাতের পর সর্বত্তোম সালাত হলো নফল ইবাদাত। আর নফল ইবাদাতগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ট হলো তাহাজ্জুদের সালাত। যাকে কিয়ামুল লাইল বলা হয়।

'কিয়ামুল লাইল' শব্দ দুটির অর্থ হলো, রাতে দাঁড়ানো। অর্থাৎ, রাতে ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হওয়া, অবস্থান করা।

এশার সালাতের পর থেকে ফজরের ওয়াক্ত শুরুর পূর্ব পর্যন্ত রাতের শেষ তৃতীয়াংশে ইবাদতের জন্য দাঁড়ানো বা জেগে থাকাকে কিয়ামুল লাইল বলে।

কিয়ামুল লাইল দ্বারা রাতের দুই তৃতীয় অংশ বা রাতের শেষ সময়কেই বুঝায়। এই সময়টা আল্লাহর কাছে এতই প্রিয় যে তিনি সেজদাহরত বান্দার যাবতীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। কিয়ামুল লাইলে সর্বোত্তম ইবাদত তাহাজ্জুদের সালাত। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর উত্তম নফল ইবাদত হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত।

তাহাজ্জুদের সালাত হলো - شرف المؤمن মুমিনের সম্মান। কিয়াম ও তাহাজ্জুদ হাশরের মাঠের উজ্জ্বলতা। যারা তাহাজ্জুদে মহান রবের দরবারে সিজদায় অবনত হয় তাদের মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা বলেন -

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما.
والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما

রহমানের বান্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং মূর্খরা যখন তাদের অভদ্রভাবে সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম। আর তারা তাদের রবের উদ্দেশ্যে সাজদাহরত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়।

যারা মহান আল্লাহকে পাওয়ার জন্য, আল্লাহর সাথে একান্তে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে তাদের জন্য রাতের সবচেয়ে মূল্যবান সময় হচ্ছে তাহাজ্জুদ।

সালাফদের পরিবারগুলোর দিকে তাকালেই আমরা এর দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পাই। বিশিষ্ট সাহাবি হজরত আবু হুরায়রা (রা.) রাতকে তিনটি অংশে ভাগ করতেন। একভাগ নিজে, একভাগ তার খাদেম এবং এক ভাগ তার স্ত্রী ইবাদত করতেন।

এ সময়টি এতোই মূল্যবান সময় যে বান্দা আল্লাহর কাছে যা চাইবে আল্লাহ বান্দাকে তাই দিবে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেছেন—

ان من الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسال الله خيرا الا اعطاه اياه

রাতের বেলা এমন একটি সময় আছে, যে সময় একজন মুসলিম উত্তম যাই চাইবে আল্লাহ তাকে তাই দিবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) এর পরিবার ছিল আল্লাহর রহমত প্রাপ্ত। কেননা, তাদের যদি কোনো প্রয়োজন হতো তবে তিনি, তার খাদেম ও স্ত্রী সবাই মিলে আল্লাহর কাছে চাইতেন। গোটা রাত তারা ক্ষমা প্রার্থনা, দোয়া ও সালাতে কাটিয়ে দিতেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

আমাদের এখানেই শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। সাহাবিদের প্রয়োজন পড়লে আল্লাহকে ডাকতেন। আর আম(রা.)..!

এজন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের মূখ্য সময়ই হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত। কিয়ামুল লাইল।

আপনার বিবাহিত জীবনে সমস্যা চলছে? তাহলে এর সমাধান হচ্ছে তাহাজ্জুদের সালাত। আপনি আর আপনার স্ত্রী উঠুন। দাঁড়িয়ে যান কিয়ামুল লাইলে। বিশিষ্ট সাহাবি হযরত আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুল ﷺ বলেছেন—

رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ امراته فان ابت نضح فى وجهها الماء

আল্লাহ সেই পুরুষের উপর সন্তুষ্ট হন, যে রাতের বেলায় ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ইবাদত করে। তারপর সে তার স্ত্রীকে ডেকে দেয়। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার জানায় তাহলে মুখে পানি ফোটা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গায়।

হাদিসের অপর অংশে বলা হয়েছে—

رحم الله امراة قامت من الليل فصلت وايقظت زوجها فان ابى نضحت فى وجهه الماء

সেই নারীর উপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন যে নিজে রাতে জাগে ইবাদত করে এবং স্বামীকে ডেকে দেয়। আর যদি সে উঠতে অস্বীকার জানায় তাহলে তার মুখে পানি ছিটা দিয়ে ঘুম ভাঙ্গায়। (আহমাদ, আবু দাউদ)

মনকে সজাগ করার মতো একটি হাদিস। অনন্য হাদিস যা আমাদের মনকে মুগ্ধ করে দেয় নিমিষেই। একটি পরিবারকে একসাথে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং পরিবারের একে অপরকে উৎসাহ প্রদান করতে এই হাদিসটি উদ্দিপ্ত করে। একটি ভালোবাসার পরিবার যেখানে স্বামী স্ত্রী কেউ কারো উপর বল প্রয়োগ করছে না। তারা দুজনেই ঘুম থেকে জাগতে চায়। তারা একে অপরকে আদর করে বলছে—

প্রিয়, আমি যদি আল্লাহর ইবাদাতের জন্য ঘুম থেকে না উঠতে পারি

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে আমাকে পানির ছিটা দিয়ে জাগিয়ে দিবে। কি প্রেম.! কি মহব্বত.!

যে পরিবারে এরকম মায়া মহব্বত আছে সে পরিবারে কখনো ঝগড়া কলহ থাকতে পারে না। এজন্য স্বামী স্ত্রীর মাঝে কলহ দূর করতে একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে তাহাজ্জুদের সালাত।

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) তার পুরো পরিবারকে ফজরের আগেই ডেকে উঠাতেন। তাদের এই আয়াত তিলাওয়াত করে শুনাতেন—

وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها

আপনি আপনার পরিবারের লোকদের সালাতের আদেশ দিন এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাকুন।

উমর (রা.) তার পরিবারকে সালাতের তাগিদ দিতেন আর আম(রা.)...!

রাসুল ﷺ বলেছেন—

والذكرين الله كثيرا والذكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما

আর আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারীদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কর। সুরা আল আহযাব-৩৫

আমাদের সমাজে অনেকেই টিভির চ্যানেল পরিবর্তন করতে করতে রাত কাটিয়ে দেয়, কেউ বা ইন্টারনেট চালিয়ে রাত কাটাকে পছন্দ করে, কেউবা মেয়েদের সাথে ফোনালাপ করে রাত কাটাতে পছন্দ করে। কিন্তু আল্লাহর সান্নিধ্যে রাত অতিবাহিত করা কতই না চমৎকার...! কেবল মুত্তাকী বান্দারাই এর স্বাদ উপলব্ধি করতে পারে।

যারা রাতের সালাতে ঘুম থেকে উঠে না হাদিসের মধ্যে এসেছে শয়তান তাদের কানে প্রশ্রাব করে দেয়। কিন্তু যারা আল্লাহর প্রেমে মশগুল থাকে তাদের জন্য মহান আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন মহা প্রতিদান জান্নাতুল ফিরদাউস।

কুরআনুল কারিমে ও হাদিস শরীফের অসংখ্য স্থানে কিয়ামুল লাইলের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তায়া'লা বলেন—

وَ مِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ ۖ عَسٰٓى اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

"রাত্রির কিছু অংশ কোরআন পাঠসহ জাগ্রত থাকুন। এটা আপনার জন্য অতিরিক্ত(ইবাদাত)। হয়তো বা আপনার পালনকর্তা আপনাকে মাকামে মাহমুদে পৌঁছাবেন।"44

যারা আল্লাহ ভীরু মুত্তাকী বান্দা তারা রাতটাকে ভাগ করে নেয়। রাতের কিছু অংশে কোরআন তিলাওয়াত, কিছু অংশে জিকির আর কিছু অংশে ইবাদাত করে কাটিয়ে দেন।রাতের শেষ অংশে তারা দু'চোখের পানি ফেলে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। মুত্তাকী বান্দাদের ইবাদাতের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়া'লা বলেন-

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ﴿١٧﴾ وَ بِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ﴿١٨﴾

"তারা রাতের সামান্য অংশেই নিদ্রায় যেত এবং রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত।"

তিনি আরো বলেন—

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

44-সুরা ইসরা, আয়াত: ৭৯

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

"যে ব্যক্তি রাতের বেলা সিজদারত থাকে বা (ইবাদতে) দাঁড়ানো থাকে, আখিরাতের ব্যাপারে শঙ্কিত থাকে এবং নিজ রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে, সে কি তার সমান, যে এমনটি করে না?"45

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে রাতে কিয়ামুল লাইল সালাত পড়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আল্লাহ তায়া'লা বলেন,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ١ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ٢

'হে চাদর আবৃত, রাতের সালাতে দাঁড়াও কিছু অংশ ছাড়া।'46

অনেকেই নফসের কাছে হার মানে। নিজের কুপ্রবৃত্তি দমন করতে ব্যর্থ হয়ে যায়। নফসের বিরুদ্ধে লড়তে না পেয়ে হতাশায় ডুব দেয়। তাদের কুপ্রবৃত্তি দমন করার আমল শিখিয়ে দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন-

"নিশ্চয় ইবাদতের জন্য রাতে ওঠা প্রবৃত্তি দমনেসহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অনুকূল"47

এ সালাত সর্বনিম্ন দুই রাকাত থেকে শুরু করে চার, ছয়, আট, দশ রাকাতও পড়া যায়। এটি রাসুল ﷺ থেকে প্রমাণিত।48

রাসুল ﷺ বলেন—

45-সুরা আয-যুমার, আয়াত: ৯
46-সুরা: মুজাম্মিল, আয়াত: ১-২
47-সুরা মুয্যাম্মিল, আয়াত
48-আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩৫৭ ও ১৩৬২; আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২৫১৫৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ "

"ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো, রাতের সালাত।"49

সুতরাং মুত্তাকী বান্দাদের অন্যতম একটি গুণ হলো রাতের শেষ অংশে প্রভূর সান্নিধ্যে সালাতে দাঁড়িয়ে যাওয়া।

আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা বলেন, "কিয়ামুল লাইল (রাতের সালাত) ত্যাগ করবে না। রাসুল ﷺ তা কখনো ত্যাগ করতেন না। যখন তিনি অসুস্থ থাকতেন বা ক্লান্তি অনুভব করতেন, তখন বসে আদায় করতেন।50

49-মুসলিম, আস-সহিহ: ১১৬৩, তিরমিযি: ৪৩৮

50-আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩০৯, আহমাদ, আল-মুসনাদ: ২৪৯১৯; হাদিসটিসহিহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিভাবে রবের বিশেষ নৈকট্য লাভ করবেন?

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, "আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা রাতের শেষভাগে বান্দার সবচেয়ে কাছে চলে আসেন। কাজেই যদি পারো, তবে তুমি ওই সময়ে আল্লাহর স্মরণকারীদের মধ্যে শামিল হয়ে যেও। কেননা ওই সময়ের সালাত ফেরেশতাগণ সূর্যোদয় পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন।"51

রাসুল ﷺ বলেন, "প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে আমাদের রব দুনিয়ার আসমানে অবতীর্ণ হন এবং বলেন ডাকার জন্য কেউ আছে কি, যার ডাক আমি শুনবো? চাওয়ার জন্য কেউ আছে কি, যাকে আমি দেব? গুনাহ থেকে মাফ চাওয়ার কেউ আছে কি, যার গুনাহ আমি মাফ করব?"52

প্রিয় ভাই! জীবনে অনেক পাপের কাজে পা বাড়াই। নফসটাকে পাপের কালিমায় কলুষিত করি। এই পাপ মোচনের মুখ্য একটা সময় হলো কিয়ামুল লাইল। এই সময়টাতে আল্লাহর দরকারে যা চাইবো আল্লাহ তায়ালা তাই দিবেন। সুতরাং আপনার চব্বিশটা ঘন্টার মধ্যে থেকে আল্লাহর জন্য কি শেষ রাতের কিছু সময় ব্যয় করা যায় না?? নিজের পাপ মোছনে রবের সমীপে সিজদায় লুটে পড়া যায় না??

51-নাসাঈ, আস-সুনান: ৫৭২; তরিমযি, আস-সুনান: ৩৫৭৯
52-বুখারি, আস-সহিহ: ১০৯৪; মুসলমি, আস-সহিহ ১৮০৮

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাহাজ্জুদ বা কিয়ামুল লাইল পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর শ্রেষ্ঠ সালাত। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، - رضى الله عنه - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ "

' রামাদানের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সাওম হলো আল্লাহর মাস মুহাররমের সাওম। আর ফরজ সালাতের পর সর্বশ্রেষ্ঠ সালাত হলো রাতের (তাহাজ্জুদের) সালাত।'53

রাসুলুল্লাহ বলেছেন, তোমাদের তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করা উচিত। কেননা তা তোমাদের পূর্বেকার সকল সৎ লোকদের অভ্যাস, তোমাদের রবের নৈকট্য লাভের মাধ্যম, গুনাহসমূহ বিমোচনকারী এবং শারীরিক অসুস্থতা বিতাড়ক।54

রাসুলুল্লাহ ﷺ এত লম্বা ও দীর্ঘ সমিয় ধরে সালাত আদায় করতেন যে, তাঁর পা মুবারাক ফুলে যেত। আয়শিহ রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা তা দেখে রাসুলুল্লাহ ﷺ কে বলতেন, ' ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি এতো কষ্ট করেন কেন? আল্লাহ! আপনার তো পূর্বাপরের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। ' এ কথা শুনে তিনি বললেন ' আমি কি একজন কৃতজ্ঞ বান্দা হবো না?'55

সম্মানিত পাঠক! এইবার ভেবে দেখুন, যিনি মাসুম গুনাহ থেকে মুক্ত তিনি রাসুল ও কষ্ট করে রাত জেগে জেগে আল্লাহর ইবাদাত করে। এরপরেও অকৃতজ্ঞ হওয়ার আশঙ্কা করে। আর আপনার আমার কি অবস্থা একবার খোলা মনে চিন্তা করে দেখুন।

53-মুসলিম, হাদিস নম্বর : ১১৬৩
54-সুনানুত তিরমিজি, ৩৫৪৯।
55-সহিহুল বুখারি, ১১৩০, সহিহ মুসলিম ৭০১৬

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

রাসুল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি রাতে (তাহাজ্জুদের) সালাত আদায়ের ইচ্ছা করা সত্ত্বেও ঘুম তাকে পরাজিত করে দিলো, তার আমলনামায় রাতে সালাত আদায়ের সওয়াবই লিখা হবে। তার জন্য ঘুম (আল্লাহর পক্ষ থেকে) সাদাকাহ হিসেবে গণ্য হবে।"56

রাসুল ﷺ বলেন, "হে লোক সকল! তোমরা সালামের প্রচলন কোরো, খাদ্য খাওয়াও, আত্মীয়তা রক্ষা কোরো এবং মানুষ যখন ঘুমিয়ে থাকে, তখন সালাত. আদায় করো। তাহলে তোমরা নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"57

56-আবু দাউদ, আস-সুনান: ১৩১৪; নাসায়ি, আস-সুনান: ১৭৮৩; হাদিসটিসহিহ
57-তিরমিযি, আস-সুনান: ২৪৮৫; ইবনু মাজাহ, আস-সুনান: ১৩৩৪; হাদিসটি হাসানসহিহ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাফদের কিয়ামুল লাইল

সবাই যখন ঘুমের রাজ্য হারিয়ে যেত তখন আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিআল্লাহু তায়ালা আনহু রবের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলার লোভে তাহাজ্জুদে দাড়িয়ে যেতেন। সুবেহ সাদেক পর্যন্ত তার মুখ থেকে কেবল মৌমাছির গুঞ্জন শোনা যেত।58

আব্দুল আজিজ বিন আবু দাউদ রাহিমাহুল্লাহ তাহাজ্জুদের সময় নিজ বিছানা বিছিয়ে দিতেন এবং তাতে হাত রেখে বলতেন, "আমি জানি তুমি বেশ কোমল। তবে এও জানি জান্নাতের বিছানা তোমার থেকে অধিক কোমল। এরপর ফজর না হওয়া পর্যন্ত তাহাজ্জুদে কাটিয়ে দিতেন।59

এই সালাত আদায়কারীর জন্য অজস্র পুরস্কর, প্রতিদান, রহমত ও বরকতের উৎস। যে ব্যক্তি তার রাতের ঘুমের ত্যাগ স্বীকার করে এসময় আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে পারে, তারা এসমস্ত পুরস্কার, রহমত ও বরকত অর্জন করতে পারে। প্রিয় ভাই, আসুন না আমরা রাতের শেষ অংশের কিছু সময় ব্যয় করি রবের জন্য। নিজের গুণাহকে মোচন করি রাতের শেষ অংশের ইবাদাতের মাধ্যমে। আল্লাহ আমাদের সকলকে নেক আমল করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

58-তামবীহুল মুফতাররীন, পৃ ৬৫।
59-প্রাগুক্ত ৬৫

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

পরিপূর্ণ এক হজ ও ওমরার সওয়াব পেতে চান?

উম্মতে মুহাম্মাদীর হায়াত খুবই কম। ইতোপূর্বে হযরত আদম আ. থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ ﷺ আসার আগ পর্যন্ত প্রায় সব নবি রাসুলদের যুগে মানুষের হায়াত অনেক বেশি ছিল। ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় কোনো কোনো নবি পাঁচশত থেকে এক হাজার বছর জীবিত ছিলেন এবং হায়াতের জিন্দেগিতে তারা নানা ইবাদাতে কাটিয়েছেন। সেই তুলনায় আমাদের হায়াত খুবই সীমিত। কিন্তু এই সীমিত হায়াতের মধ্যে উম্মতে মুহাম্মাদীর জন্য আল্লাহ তায়া'লা এমন কিছু আমল শিখিয়েছেন যা করলে হাজার বছর ইবাদাত করার সাওয়াব অর্জিত হয়।

অনেকেই গরিব হওয়ার দরুন ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হজ করতে পারে না। সামর্থের অভাবে উমরাতে যেতে পারে না। এই বিরাট সাওয়াবের কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। সেই সব মানুষগুলো যেন আশাহত না হয়, এজন্য আল্লাহ তায়া'লা এমন একটা আমলের কথা বলে দিয়েছেন যা পালন করলে হজ এবং উমরা করার সাওয়াব অর্জিত হবে। সুবহান-আল্লাহ। আর এই আমলটি হলো ইশরাকের সালাত। কেউ যদি এই সালাত আদায় করে প্রতি নিয়তই তাহলে আল্লাহ তায়ালা তাদের আমলনামায় হজ ও উমরার সাওয়াব দিয়ে দিবেন।

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

'ইশরাক' অর্থ হলো উদয় হওয়া বা আলোকিত হওয়া। শরিয়তের পরিভাষায় ইশরাক হলো সূর্যোদয়ের পর যখন পূর্ণ কিরণ বিচ্ছুরিত হয়, সেই সময়। এই সময়ের সালাতকে ইশরাক সালাত বলা হয়।

আনাস ইবন মালিক রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ ، وَعُمْرَةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ ، تَامَّةٍ

যে ব্যক্তি জামাতের সাথে ফজরের সালাত আদায়ান্তে বসে আল্লাহর জিকিরে মশগুল থেকে সূর্য উদয় হওয়ার পর দুই রাকাত নফল সালাত (ইশরাক) আদায় করবে, সে পরিপূর্ণ এক হজ ও ওমরার সওয়াব পাবে। 'পরিপূর্ণ' এ শব্দটি তিনি তিনবার বলেছেন।60

এমনকি তিনি নিজেও এই আমলটি সর্বদাই করেছেন। আবু দাউদের এক হাদিসের বর্ণনায় এসেছে রাসুলুল্লাহ ﷺ ফজরের সালাতের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত বসে থাকতেন; এরপর সূর্য ওপরে উঠলে তিনি (ইশরাকের) সালাত আদায় করতেন।'61

সুতরাং প্রিয় পাঠক! আমরা যদি প্রতিদিন ইশরাক সালাত আদায়ের এই আমলটি করি তাহলে আল্লাহ তায়া'লা আমাদের আমলনামায় হজ ও উমরা করার সাওয়াব দিয়ে দিবেন।

যে তিনটি বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ অসিয়ত করেছিলেন:

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'আমার প্রিয়তম রাসুল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন সাওম রাখা, দুহার সালাত ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা।'62

60-তিরমিযি ৫৮৬
61 -আবু দাউদ: ১২৯৪
62-সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সূর্য ঢলে পড়ার পর রাসুলুল্লাহ ﷺ যে সালাত আদায় করতেন

'জাওয়াল' অর্থ হলো স্থানান্তর, স্থানচ্যুতি, পরিবর্তন, আবর্তন, সরে যাওয়া ও হেলে যাওয়া ইত্যাদি। শরিয়তের পরিভাষায় জাওয়াল হলো দিনের তৃতীয় প্রহরের প্রারম্ভ, মধ্যাহ্নোত্তর, অপরাহ্নের সূচনা সময়; দিনের মধ্যভাগে বা দুপুরে সূর্য যখন মাথার ওপর থেকে পশ্চিম দিকে হেলে যায়। এই সময়কে ওয়াক্তুজ জাওয়াল বলা হয়। এটি মূলত মধ্যদিনের সিজদাহ ও সালাত নিষিদ্ধ সময়ের পর জোহরের ওয়াক্তের সূচনা পর্ব। এ সময় যে নফল সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুল জাওয়াল বলা হয়।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي أَرْبَعاً بَعْدَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ وَقَالَ إِنَّهَا سَاعَةٌ تُفْتَحُ فِيهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ فَأُحِبُّ أَنْ يَصْعَدَ لِي فِيهَا عَمَلٌ صَالِحٌ رواه التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ

আব্দুল্লাহ ইবনুস সায়েব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, সূর্য (পশ্চিম দিগন্তে) ঢলে যাবার পর, জোহরের ফরযের পূর্বে রাসুল ﷺ চার রাকাত সালাত পড়তেন। আর বলতেন, "এটা এমন সময়, যখন আসমানের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। তাই আমার পছন্দ যে, সে সময়ই আমার সৎকর্ম ঊর্ধ্বেউঠুক।"63

63-তিরমিজি ৪৭৮, হাসান, সহিহুত তারগিব হা/ ৫৮৭

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ لَيْسَ فِيهِنَّ تَسْلِيمٌ تُفْتَحُ لَهُنَّ أَبْوَابُ السَّمَاءِ

আবু আইয়ুব রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, রাসুল ﷺ) বলেন, "জোহরের পূর্বে চার রাকাত-যার মাঝে কোন সালাম নেই-তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা হয়।"64

64-আবু দাউদ ১২৭০, ইবনে মাজাহ ১১৫৭, ইবনে খুযাইমা ১২১৪, সহিহুল জামে' ৮৮৫

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাণপ্রিয় স্বামী যদি সালাত আদায় না করে

একবার শায়েখ উমায়ের কোব্বাদীকে একজন স্ত্রীলোক প্রশ্ন করেছিলেন, আমার স্বামী অনেক ভালো মানুষ। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া এই মানুষটির জন্য। আমার স্বামী কোনো মানুষের সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করে না। যেকোনো মানুষের বিপদে নিজে থেকে এগিয়ে যায়, মেহমানদারী খুব পছন্দ করেন, বাবা মা ভাসুর দেবর মানে পরিবারের সবাইকে খুব ভালোবাসেন, , মামুষের বিপদে তাড়াতাড়ি চলে যাবে যত রাতই হোক, বিপদে পড়লে আল্লাহ কে ডাকবে। সব কিছু আল্লাহর রহমতে ঠিক আছে, শুধু একটাই সমস্যা, সেটা হল, উনি সালাত আদায় করেন না। যেটাই আসলে কাজ সেটাই করেন না, আমি অনেক পদ্ধতি অবলম্বন করেছি যেমন না খেয়ে থাকতাম। কান্নাকাটি করতাম, অনেক হাদিস শুনাতাম। তারপরও কিছু হয় নি। এমন কি রামাদান মাসে রোজা রাখে সব। প্রথম ৬/৭ দিন সালাত আদায় করে। এরপরে আর আদায় করে না। এখন আমার প্রশ্ন হলো , ১) আমি কি কি করলে উনি সালাত আদায় করবেন? ২) স্ত্রী হিসেবে এমন যদি কিছু থাকে যে আমি আমল করলে উনি সালাত আদায় করবেন তাহলে সেটা বলুন?

শায়েখ জবাব দিলেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য যিনি আপনার মনে আল্লাহর দ্বিনের ব্যপারে আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, আপনাকে সামর্থ্য দিয়েছেন তাঁর আদেশ নিষেধ পালন করার এবং আপনার অন্তরে সৃষ্টি করেছেন স্বামীর প্রতি অফুরন্ত ভালোবাসা। প্রিয় বোন, মূলত কোন ঘরই সমস্যা মুক্ত নয়। কিছু ঘরের সমস্যা মামুলি। আর কিছু ঘরের

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সমস্যা জটিল। আর আপনার সমস্যা বড় হলেও জটিল নয়। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে সাধারণ কিছু পরামর্শ দিব, যেগুলো আপনার জন্য ও অন্য কারো জন্য উপকারী হবে।

এক: আপনার কথা থেকে মনে হচ্ছে, আপনার স্বামীর ক্ষেত্রে অভিমানের চাইতে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণই কার্যকর হবে বেশি। তাছাড়া অতিরিক্ত অভিমান অনেক সময় হিতে বিপরীত হয়। তাই ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ, আদর-সোহাগ দিয়ে প্রথমে তার পরিপূর্ণ আস্থা অর্জন করুন। আচার-আচরণে মার্জিত থাকুন। তার সমালোচনা না করে তার চেহারা, বা বুদ্ধিমত্তা ইত্যাদির প্রশংসা করুন। তার অন্তরে এই আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলুন যে, স্বামী হিসেবে তিনি শ্রেষ্ঠ। এটা আপনার প্রতি তার ভালোবাসাকে আর তাঁতিয়ে তুলবে এবং আপনি হয়ে ওঠবেন তার কাছে 'শ্রেষ্ঠ স্ত্রী'।

দুই: আপনার উক্ত রোমান্টিকতার ভিতর দিয়েই সমানতালে আপনি তাকে সালাত আদায়ের দাওয়াত দিতে থাকুন। খেয়াল রাখতে হবে, আপনার দাওয়াত যেন এতটা দীর্ঘ না হয় যে, এতে আপনাদের রোমান্টিকতায় ছেদ পড়ে কিংবা আপনার স্বামীর কাছে তা আপনার 'ঘ্যান ঘ্যান আচরণ' মনে হয়। আর দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে আদর্শ পদ্ধতি হবে সংক্ষেপে নিম্নরূপ:

১। তাকে স্মরণ করিয়ে দিন যে, সালাত একটি ফরয ইবাদত এবং ইমানেরর পর সালাত ইসলামের সবচেয়ে মহান রুকন।

২। তাকে সালাতের কিছু ফজিলত অবহিত করুন; যেমন- আল্লাহ্ বান্দার উপর যা কিছু ফরয করেছেন তার মধ্যে সালাত সর্বোত্তম। বান্দার কাছ থেকে পরকালে সালাতের হিসাব নেয়া হবে। একটিমাত্র সেজদার মাধ্যমে বান্দার এক ধাপ মর্যাদা সমুন্নত হয় এবং একটি পাপ মোচন হয়...ইত্যাদি সালাতের ফজিলতের ব্যাপারে আরও যা কিছু বর্ণিত হয়েছে। এর মাধ্যমে আশা করি, তার অন্তর খুলে যাবে এবং সালাত তার চক্ষুশীতলে পরিণত হবে।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

৩। মাঝে মাঝে তাকে আল্লাহ্‌র সাক্ষাত, মৃত্যু ও কবরের কথা স্মরণ করিয়ে দিন। সালাত বর্জনকারীর যে, খারাপ মৃত্যু হয় ও কবরে আজাব হয় তাকে সেটা স্মরণ করিয়ে দিন।

৪। তাকে মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়ে দিন, নির্ধারিত সময় এর চেয়ে দেরিতে সালাত আদায় করা কবিরা গুনাহ্‌। আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

'সেসব নামাজিদের জন্য ধ্বংস যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে বে-খবর।'65

৫। তাকে সালাত সংক্রান্ত, সালাত বর্জনকারী ও অবহেলাকারীর শাস্তি সংক্রান্ত কিছু পুস্তিকা উপহার দিন।

৬। উপর্যুপরি সে সালাত ত্যাগ করতে থাকলে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার মৃদু হুমকি দিতে পারেন। আর এই হুমকিটা দিবেন আপনাদের রোমান্টিসিজম এর মুহূর্তগুলোতে। লক্ষ্য রাখতে হবে, এই অভিমান যেন খুব বেশি জোরালো না হয়।

তিন: প্রিয় বোন, আপনার উক্ত মেহনত ও দরদ আরও বেশি কার্যকরী ওসহজ হবে, যদি তাকে কোন হক্কানী আলেমের সঙ্গে সম্পর্ক করিয়ে দিতে পারেন। এক্ষেত্রে আপনি প্রথমে তাকে কোন হক্কানী আলেমের বয়ান শোনার জন্য আগ্রহী করে তুলতে পারেন। ওলামাদের মজলিসে আসা যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিতে পারেন। অথবা তাকে দাওয়াত-তাবলিগে কিছু সময় দেয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

65-সূরা মাউন, আয়াত ৪, ৫

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ইমানেদারগণ, আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।66

প্রিয় বোন, উক্ত মেহনত আপনাকে চালিয়ে যেতে হবে প্রতিনিয়ত। পাশাপাশি তার হেদায়তের জন্যও দোয়া করতে হবে নিয়মিত। কোন অবস্থায় আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া যাবে না। আশাহত হয়ে চেষ্টা কিংবা দোয়া বর্জন করবেন না। ইনশাআল্লাহ একদিন না একদিন সাফল্য পাবেন।

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

'যে আল্লাহর উপর ভরসা করে আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট।'67

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

لاَ يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلاَّ الدُّعَاءُ

'ভাগ্য পরিবর্তন হয় না দোয়া ব্যতীত।'68

তথাপি যদি তিনি থেকে ফিরে না আসেন, তাহলে আপনি দায়িত্বমুক্ত বলে বিবেচিত হবেন এবং উক্ত চেষ্টা ও দোয়ার জন্য অশেষ সাওয়াবের অধিকারী হবেন। আমরাও দোয়া করি, আল্লাহ আপনার স্বামীকে পরিপূর্ণ হেদায়াত দান করুন। আমিন।

66-সুরা আত তাওবাহ ১১৯
67-সুরা ত্বলাক : ৩
68-তিরমিজি ২১৩৯

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

প্রাণপ্রিয় স্ত্রী যদি সালাত আদায় না করে

একবার একজন লোক বিশিষ্ট আলেম ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহকে প্রশ্ন করেছিল, আমি পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করি ঠিকই কিন্তু আমি আমার স্ত্রীকে সালাত পড়াতে পারছি না। যার কারণে আমার দুই সন্তানও তাদের মায়ের মতো সালাত আদায় করে না। ইসলামি নিয়ম-কানুন তারা মানতেই চায় না। এ পর্যায়ে আমি কী করতে পারি?

তখন ড. মুহাম্মদ সাইফুল্লাহ এভাবে উত্তর দিয়েছিলেন। আপনি স্ত্রীকে ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করেন, কারণ সালাতের গুরুত্ব হয়তো তিনি বোঝেন না। ইসলামে সালাতের যে বিধান এবং গুরুত্ব রয়েছে, সেগুলো যদি জানা না থাকে, তাহলে সালাতের প্রতি তাঁর মনোযোগ বা আকর্ষণ তৈরি হবে না। তাই আপনি বোঝানোর চেষ্টা করুন। স্বামীর দায়িত্ব হলো স্ত্রীকে সংশোধন করা।

বোঝানোর পাশাপাশি তাঁকে সতর্কও করুন। তাঁকে আপনি এভাবে সতর্ক করবেন যে, হয়তো আমাদের এই সম্পর্ক আর বেশি দিন টিকবে না। কারণ কাফেরের সঙ্গে সম্পর্ক সম্পূর্ণ হারাম। সালাত না পড়া তো কুফরি কাজ। তাই এ বিষয়টি আপনি পরিষ্কার করে দিন। এরপরও যদি সালাত আদায়ের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ অনীহা, অনিচ্ছা প্রকাশ করে থাকেন, তাহলে ইসলামের বিধান হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক না রাখাই উত্তম।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

স্ত্রীকে সালাতের জন্য তাগিদ দেওয়া ও নানাভাবে বোঝানোর পরও যদি সে সালাত না পড়ে, তাহলে তো স্বামীর আলাদাভাবে আর করণীয় কিছু থাকে না। সালাতের কারণে যদি স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেটা সে শরিয়াহ মোতাবেক আলেম ব্যক্তির পরামর্শে করতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে এটি সংশোধনের নিয়তে হতে হবে। সাবধান, সালাতের বাহানায় সংসার ভাঙ্গার ইচ্ছায়

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

দেহের ৩৬০টি জোড়ার সাদাকাহ যেভাবে আদায় করবেন

রাসুল ﷺ বলেছেন, 'মানুষের শরীরে ৩৬০টি জোড়া আছে। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো প্রত্যেক জোড়ার জন্য একটি করে সাদকাহ করা। সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! কার শক্তি আছে এই কাজ করার?' তিনি বলেন, 'মসজিদে কোথাও থুতু দেখলে তা ঢেকে দাও অথবা রাস্তায় কোনো ক্ষতিকারক কিছু দেখলে সরিয়ে দাও। তবে এমন কিছু না পেলে, দুহার দুই রাকাত সালাত এর জন্য যথেষ্ট।'

আবু যর হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "প্রত্যহ্ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সাদাকাহ্ রয়েছে, সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ্ হল সদকাহ্ প্রত্যেক তাহ্মীদ (আলহামদু লিল্লা-হ্ পাঠ) সদকাহ্, প্রত্যেক তাহ্লীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হ্ পাঠ) সদকাহ্, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ্, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ্ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ্। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে দুহার দুই রাকাত সালাত।"

আমাদের শরীরে আল্লাহ তায়ালা অগণিত নেয়ামত দিয়েছেন। চোখ

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

থেকে শুরু করে পা পর্যন্ত নেয়ামতে ভরপুর। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে আল্লাহর দরবারে ইবাদাত করা দরকার। কেনই বা ইবাদাত করবেন না?? এই যে চোখের মতো একটা নিয়ামত পেয়েছেন। আপনার সারা জীবণের আমলকে যদি এক পাল্লায় রাখা হয় আর আল্লাহ তায়ালার নেয়ামত চোখ দুটোকে যদি আরেক পাল্লায় রাখা হয় তাহলে চোখের পাল্লাটাই ভারী হবে। সুতরাং এতো এতো নিয়ামত পাওয়ার পরেও যদি শুকরিয়া আদায় স্বরুপ তার ইবাদাত না করি তাহলে আমাদের মতো নিমকহারাম আর কেউ নেই।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যেভাবে আমরা শয়তানের গিটে আবদ্ধ হই

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامَ ثَلاَثَ عُقَدٍ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِنِ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ ."

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার গ্রীবাদেশে তিনটি গিট দেয়। প্রতি গিটে সে এ বলে চাপড়ায় " তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত।"

তারপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়। পরে ওযু করলে আর একটি গিট খুলে যায়। তারপর সালাত আদায় করলে আর একটি গিট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় প্রফুল্ল মনে ও নির্মল চিত্তে। অন্যথায় সে সকালে উঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।[১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

অর্থাৎ যখন কেউ নিদ্রা যায় তখন শয়তান তার মাথার পিছনের তিনটি গিট লাগিয়ে দেয়। শয়তান বাস্তবিক অর্থেই গিট দিয়ে থাকে। যেমন জাদুকর জাদু করার সময় গিট দিয়ে থাকে। সে একটি সুতা নিয়ে তা জাদুর সাহায্যে গিট দেয়, ফলে জাদুকৃত ব্যক্তি এতে প্রভাবিত হয়। ইবন মাজাহর বর্ণনায় এসেছে, "রাতের বেলা তোমাদের প্রত্যেকের মাথার পিছনের অংশে (ঘাড়ে) একটি দড়িতে তিনটি গিরা দেওয়া থাকে।"[২]

শয়তান বিশেষ করে মানুষের মাথার পিছনের দিকে গিট দিয়ে থাকে। কেননা, এ অংশটি শক্তির কেন্দ্র ও কর্ম সম্পাদনের স্থান। আর এটি শয়তানের সর্বাধিক অনুগত ও তার ডাকে সাড়াদানকারী।

সুতরাং, শয়তান যখন তাতে গিট দিয়ে দেয় তখন সে মানুষের অন্তরের উপর নিয়ন্ত্রণ করতে ও তার ওপর ঘুম ঢেলে দিতে সক্ষম হয়। প্রত্যেক গিট লাগানোর সময় সে বলে -তোমার এখনো অনেক রাত বাকি আছে। অর্থাৎ অনেক রাত অবশিষ্ট আছে। সুতরাং, তুমি যতো খুশি ঘুমাও। কারণ, তুমি যখন ঘুম থেকে উঠবে সালাত আদায় করতে যথেষ্ট সময় পাবে। সুতরাং আবার ঘুমিয়ে পড়ো। যদি সে ঘুম থেকে জেগে উঠে আল্লাহ তায়ালার জিকির করে তাহলে একটি গিট খুলে যায়।

অতঃপর যদি অযু করে তাহলে আরো একটি গিট খুলে যায়। মুসলিমের বর্ণনায় এসেছে, যদি অযু করে তাহলে দুটি গিট খুলে যায়। এখানে পবিত্রতার জন্য বড় নাপাকি থেকে গোসল করলে তাও এ হাদিসের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি সালাত আদায় করে- যদিও এক রাক'আত সালাত আদায় করে, তাহলে তার তৃতীয় গিটটি খুলে যায়। ফলে তার সকাল হয় উদ্দীপনাময়।

যেহেতু আল্লাহ তাকে তাঁর আনুগত্য করার তাওফিক দিয়েছেন, তিনি তাকে সাওয়াব দানের যে ওয়াদা করেছেন এবং শয়তানের গিট খুলে দেওয়ার তাওফিক দিয়েছেন সে আনন্দে তার উদ্দীপনাময় সকাল হয়। এবং তার সকাল হয় আন্দময় অন্তরে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তাকে এসব ভালো কাজ করতে বরকত দান করেছেন সে কারণে তার আনন্দময় সকাল হয়। অন্যথায় উপরোক্ত কাজ তিনটি করা সম্ভব না হলে তার সকাল হয় অবসাদ ও বিষাদময়। এদিকে ঈঙ্গিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা বলেছেন, "নিশ্চয় রাত-জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী।"[৩]

১.সহিহ বুখারি ইসলামিক ফাউন্ডেশন নাম্বারঃ ১০৭৬, আন্তর্জাতিক নাম্বারঃ ১১৪২
২. ইবন মাজাহ, হাদিস নং ১৩২৯
৩. সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৬

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সালাত সম্পর্কে যে চৌদ্দটি হাদিস না জানলে নয়

আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় করা :

হাদিসে এসেছে,

الْقَاسِمِ بْنِ غَنَّامٍ عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ فَرْوَةَ وَكَانَتْ مِمَّنْ بَايَعَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ لأَوَّلِ وَقْتِهَا.

কাসিম ইবনু গান্নাম (রহঃ) হতে তার ফুফু ফারওয়া রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু এর সূত্রে বর্ণিত আছে, তিনি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকটে বায়'আত গ্রহণকারিণীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করা হ'ল, কোন আমলটি সর্বোত্তম? তিনি বললেন, আওয়াল (প্রথম) ওয়াক্তে সালাত আদায় করা'।[১]

প্রশ্রাব-পায়খানার চাপ নিয়ে সালাত আদায় না করা :

রাসূল ﷺ এ অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন

صَلاَةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأَخْبَثَانِ

-'খাদ্য উপস্থিত হলে সালাত নেই এবং প্রশ্রাব-পায়খানার চাপ থাকলে কোন সালাত নেই'।[২]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

তবে এমতাবস্থায় সালাত আদায় করলে তা বাতিল হবে না।

সালাত কবুল হবে না যদি....!

সালাত সম্পাদনের যাবতীয় বিধিবিধান যথাযথভাবে আদায় করা সালাত কবুল হওয়ার জন্য জরুরী। যথাযথ পবিত্রতা অর্জনের পর রুকু-সিজদা, কিয়াম-কুউদ সঠিকভাবে করতে হবে। অন্যথায় সালাত কবুল হবে না। রাসূল ﷺ বলেন,

الصَّلاةُ ثَلاثَةُ أَثْلاثٍ: الطُّهُوْرُ ثُلُثٌ، والرُّكُوْعُ ثُلُثٌ، وَالسُّجُوْدُ ثُلُثٌ فَمَنْ أَدَّاهَا بِحَقِّهَا قُبِلَتْ مِنْهُ وَقُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَمَنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ-

'সালাত তিন ভাগে বিভক্ত। পবিত্রতা এক-তৃতীয়াংশ। রুকু এক-তৃতীয়াংশ এবং সিজদা এক-তৃতীয়াংশ। সুতরাং যে ব্যক্তি তার হক আদায় করবে, তার থেকে তার সালাত ও সমস্ত আমল কবুল করা হবে। আর যার সালাত প্রত্যাখ্যান করা হবে, তার সমস্ত আমল প্রত্যাখ্যান করা হবে'।[৩]

যে আমলের কারণে মিরাজের সময় রাসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাতে বিলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহুর জুতার আওয়াজ শুনেছিলেন :

একদিন ফজরের সালাতের সময় বেলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু কে নবি ﷺ বললেন, বিলাল! আমাকে বল দেখি, ইসলামে দাখিল হওয়ার পর থেকে তোমার কোন আমলটি তোমার কাছে (সাওয়াবের আশার দিক থেকে) সবচেয়ে উত্তম বলে মনে হয়? কারণ, আমি জান্নাতে আমার সামনে তোমার জুতার আওয়াজ শুনেছি।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বিলাল রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বললেন, তেমন কোনো আমল আমার নেই যার দ্বারা আমি (বিপুল সওয়াবের) আশা করতে পারি। তবে দিবা-রাত্রির যখনই অযু করি তখনই সেই অজুর মাধ্যমে যে কয় রাকাত সম্ভব হয় সালাত আদায় করি। [৪]

যে সালাত আদায়ের মাধ্যমে গুনাহ মাফ হয়:

উসমান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু। একদিন তিনি অজুর পানি চাইলেন। অযু শুরু করে তিনবার সুন্দর করে দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধুলেন। তারপর তিন বার কুলি করলেন। নাকে পানি দিয়ে নাক পরিষ্কার করলেন। এরপর তিন বার চেহারা ধুলেন। দুই হাতের কনুই পর্যন্ত ভালোভাবে তিনবার ধুলেন। তারপর মাথা মাসেহ করলেন এবং টাখনু পর্যন্ত পা তিনবার ধৌত করলেন। এরপর বললেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন 'যে ব্যক্তি এভাবে (সুন্দর করে) অযু করবে, তারপর দুই রাকাত সালাত আদায় করবে, যাতে (দুনিয়ার) কোনো খেয়াল করবে না, তার পেছনের সকল (ছগিরা) গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে। [৫]

মসজিদে প্রবেশ করেই যে সালাত আদায় করবেন :

মসজিদে প্রবেশ করার পর যে সালাত আদায় করা হয় তাকে দুখুলুল মাসজিদ বলা হয়।

হাদিসে এসেছে-

النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ বলেছেন , তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করলে দু' রাকাত সালাত (তাহিয়্যাতুল মাসজিদ) আদায় করার আগে বসবে না। [৬]

এই সালাতের সময় মাকরুহ সময় ছাড়া মসজিদে প্রবেশ করে এ সালাত যে কোনো সময় পড়া যায়।

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে তিনটি বিষয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ অসিয়ত করেছিলেন:

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, আমার প্রিয়তম রাসুল ﷺ আমাকে তিনটি বিষয়ে অসিয়ত করেছেন, যেন আমি তা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ত্যাগ না করি। প্রতি মাসে তিন দিন সাওম রাখা, দুহার সালাত ও ঘুমানোর আগে বিতর আদায় করা। [৭]

সালাতগুলো আপনার জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম হবে:

প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের আগে পরে প্রায় বারো রাকাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা সালাত রয়েছে। আমার রব এগুলোর জন্য আলাদা ফাজায়েল ও গুরুত্ব রেখেছেন।

সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ওয়াজিবের মতোই। ওয়াজিবের ব্যাপারে যেমন জবাবদিহি করতে হবে, তেমনি সুন্নতে মুয়াক্কাদার ক্ষেত্রে জবাবদিহি করতে হবে। তবে ওয়াজিব ছেড়ে দেওয়ার জন্য সুনিশ্চিত শাস্তি পেতে হবে, আর সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ছেড়ে দিলে কখনও মাফ পেয়েও যেতে পারে। তবে শাস্তিও পেতে পারে।
ফরজ সালাতের আগে পরের সুন্নাতে মুয়াক্কাদার অত্যধিক গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কারণ হাদিসে এ সালাতগুলোকে জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম বলা হয়েছে।

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা বলেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দিনে রাতে বারো রাকাত সালাত আদায় করে তার জন্য জান্নাতে একটি বাড়ি বানানো হয়। জোহরের আগে চার রাকাত। জোহরের পরে দুই রাকাত। মাগরিবের পরে দুই রাকাত। এশার পরে দুই রাকাত। ফজরের আগে দুই রাকাত।' [৮]

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি অর্জন করতে চান :

উসমান ইবনে আফ্ফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি জামাতের সাথে এশার সালাত আদায় করল, সে যেন অর্ধেক রাত পর্যন্ত কিয়াম করল। আর যে ফজরের সালাত জামাতসহ আদায় করল, সে যেন সারা রাত সালাত আদায় করল। তিরমিযির বর্ণনায় উসমান ইবনে আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তি এশার সালাতের জামাতে হাজির হবে, তার জন্য অর্ধ-রাত পর্যন্ত কিয়াম করার নেকি হবে। আর যে ইশাসহ ফজরের সালাত জামাতে পড়বে, তার জন্য সারা রাতব্যাপী কিয়াম করার সমান নেকি হবে।"[৯]

জাহান্নামের অগ্নি নিজের ওপর হারাম করতে চান:

উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, রাসুল ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের পূর্বে এবং পরে চার রাকাত সালাত আদায় করবে, জাহান্নামের আগুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার ওপর হারাম করে দিবেন।[১০]

আবু সুফিয়ান রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আমার বোন উম্মে হাবিবা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহা (রাসুলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রী) কে এ কথা বলতে শুনেছি যে, 'আমি স্বয়ং রাসুল ﷺ থেকে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি জোহরের সালাতের পূর্বের এবং পরের সুন্নাত সালাতের পূর্ণ খেয়াল রাখবে (নিয়মিত আদায় করবে), আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালা তার থেকে জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেবেন।[১১]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

যে সালাত আদায় না করলে সব আমল বিনষ্ট হয়ে যায়:

বুরাইদা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু বলেন, নবি ﷺ বলেছেন , 'যে ব্যক্তি আসরের সালাত পরিত্যাগ করল তার সব আমল বরবাদ হয়ে গেল।' [১২]

এভাবে তুমি তোমার সব সালাত আদায় করবে:

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে সালাত আদায় করল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন মসজিদের এক কোণে বসা ছিলেন। এরপর লোকটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট এসে তাঁকে সালাম জানাল। তিনি তাকে বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। যাও আবার সালাত আদায় কর। কেননা, তোমার সালাত হয়নি। সে আবার গেল ও সালাত আদায় করল। আবার এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সালাম করল। তিনি উত্তরে বললেন, ওয়া আলাইকাস সালাম। আবার যাও পুনরায় সালাত আদায় কর। কেননা, তোমার সালাত হয়নি।

এরপর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন, তুমি যখন সালাত আদায় করতে ইচ্ছা করবে (প্রথম) ভালভাবে অযু করবে। এরপর কিবলার দিকে দাঁড়িয়ে তাকবীর তাহরীমা বলবে। তারপর কুরআন থেকে যা পড়া তোমার পক্ষেসহজ হয় তা পড়বে। তারপর রুকু করবে। রুকুতে প্রশান্তির সাথে থাকবে। এরপর মাথা উঠাবে। সোজা হয়ে দাঁড়াবে। অতঃপর সিজদা করবে। সিজদাতে স্থির থাকবে। তারপর মাথা উঠিয়ে স্থির হয়ে থাকবে। এরপর দ্বিতীয় সিজদা করবে। সিজদায় স্থির থাকবে। আবার মাথা উঠিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে তুমি তোমার সব সালাত আদায় করবে।[১৩]

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com
Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

বারো বছরের ইবাদাতের সমান সওয়াব অর্জন করতে চান?

আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তায়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যে ব্যক্তি মাগরিবের পরে ছয় রাকাত নফল সালাত আদায় করে, মাঝখানে কোনো দুনিয়াবি কথা না বলে, তাহলে সেটা ১২ বছরের ইবাদতের সমান গণ্য হবে। [১৪]

১.সহিহ আবু দাউদ হা/৪৫২; তিরমিজি হা/১৭০; মিশকাত হা/৬০৭;সহিহ আত-তারগীব হা/৩৯৯।
২. মুসলিম হা/২০১৮; আবু দাউদ হা/৩৭৬৫; মিশকাত হা/৪১৬১।
৩.সহিহাহ হা/২৫৩৭;সহিহ আত-তারগীব হা/৫৩৯
৪. বুখারি, হাদিস: ১১৪৯; মুসলিম, হাদিস: ২৪৫৮
৫. বুখারি, হাদিস: ১৫৯; মুসলিম, হাদিস: ২২৬
৬.সহিহ বুখারি ২৬৪
৭.সহিহ বুখারি, হাদিস : ১১৭৮
৮. তিরমিজি, হাদিস : ৬৩৬২
৯. মুসলিম ৬৫৬, তিরমিযি ২২১, আবু দাউদ ৫৫৫, আহমদ ৪১০, ৪৯৩, মুওয়াত্তা মালিক ২৯৭
১০. তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৩
১১. তিরমিজি, হাদিস : ১/৫৫৪
১২. বুখারি, হাদিস : ৫৫৩, ৫৯৪)
১৩. বুখারি হা/৬২৫১, ৬৬৬৭; মুসলিম হা/৩৯৭; আবু দাউদ হা/
১৪. তিরমিজি : ১/৫৫৯

Scanned with CamScanner
আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

লেখক পরিচিতি

শায়খ মুহাম্মাদ আলী রাহিমাহুল্লাহ

একজন ইসলামিক চিন্তাবিদ, গবেষক ও ধর্মীয় পন্ডিত ছিলেন। ১৯৬৩ সালে চট্টগ্রামের প্রাণকেন্দ্র হাটহাজারীতে জন্মগ্রহণ করেন। মক্তবে পড়াশোনা শেষ করে " আল জামিয়া আল ইসলামিয়া পটিয়া ' মাদ্রাসায় লেখাপড়া সম্পন্ন করেন।

শিক্ষা জীবন শেষ করেই পৃথিবীর সর্বোত্তম স্থান রাসুলুল্লাহ ﷺ এর জন্মভূমি পবিত্র মক্কা নগরীতে বসবাস করেন। মক্কা শহরেই স্বপরিবারসহ জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। যতদিন হায়াত পেয়েছেন উম্মাহর জন্য চমৎকার কিছু কাজ করে গেছেন। 'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আখলাক ও মর্যাদা' নামে একটি পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করেছেন। 'মক্কাতুল মোকাররমা তালিমুল কুরআন' মাদ্রাসাটি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে ইসলামের খেদমতে নানাবিধ কাজ করে ০৯ জুন ২০২০ স এ মহান রবের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যান। কিন্তু তিনি ইসলামের সেবায় তাঁর অবিনশ্বর কীর্তির মাধ্যমে চিরজীবন আমাদের মণিকোঠায় বসবাস করবেন।

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

সংকলক পরিচিতি

যাইনব বিনতে মুহাম্মাদ আলী

চট্টগ্রামের এক প্রদীপ্ত কুটিরে জন্ম। বাবা মায়ের প্রথম সন্তান। শৈশব কৈশোর কাটিয়েছেন সৌদিআরবের মাক্কাতুল মোকাররামায়। পবিত্র মাক্কায় অবস্থিত আল- ঈমান বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে একাডেমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তারপর চট্টগ্রামে এসে পড়াশোনা চলমান...!
আরো কিছু জানতে হবে নাকি?

জ্ঞান আহরণ ও লেখালেখি করতে খুব ভালোবাসেন।

প্রকাশিত গ্রন্থাবলি

- আদর্শ জীবন গঠনে প্রিয় নবির সুন্নাহ
- আধুনিকতার আড়ালে নারী
- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আখলাক
- রাইয়্যানের চাবি রামাদান

প্রকাশিতব্য

- আধুনিকতার আড়াল
- দ্য স্টোরিজ অব আল কুরআন
- চিলেকোঠার সংসার (উপন্যাস)

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন www.boimate.com

Scanned with CamScanner

Compressed with PDF Compressor by DLM Infosoft

কিসে তোমাদের জাহান্নামে নিয়ে এসেছে?
তারা বলবে, আমরা সালাত আদায়কারী লোকদের মধ্যে
শামিল ছিলাম না। (সূরা মুদ্দাসসির ৪২, ৪৩)

Scanned with CamScanner

আরও পিডিএফ বই ডাউনলোড করুন
www.boimate.com